১৫ই ডিসেম্বর '৮৫

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

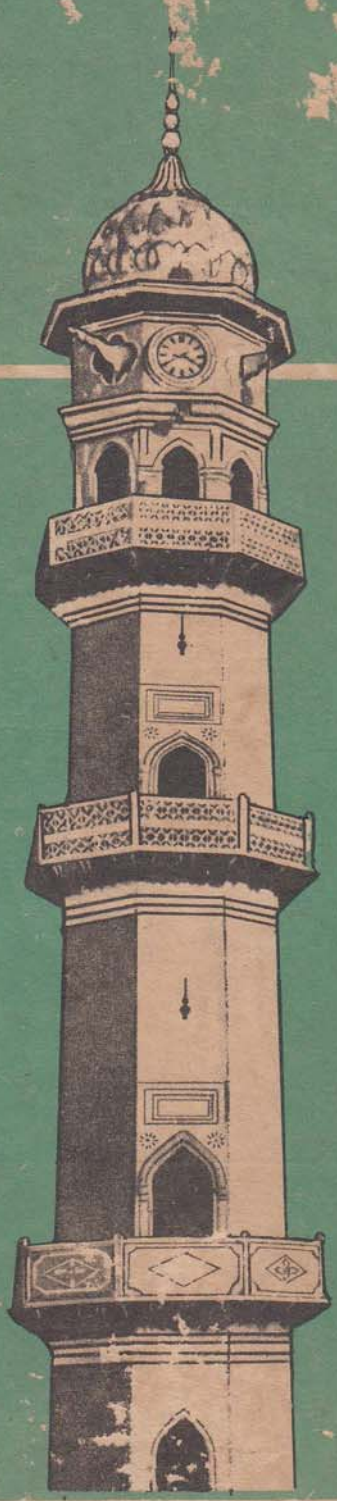

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ের ৩৯শ বর্ষ।। ১৫শ সংখ্যা
১লা রবিউস সানী ১৪০৬ হিঃ।। ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯২ বাংলা।। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং
বার্ষিক চাঁদা।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ | ৩৯শ বর্ষ: ১৫শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হুদ (১২শ পারা, ১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : মৌলভী মোহাম্মদ	৪
* অমৃত বাণী : 'অসাধারণ কল্যাণময় আগমণ-উদ্দেশ্য'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : জনাব নজির আহ্‌মদ ভুঁইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* সংবাদ :		২৫

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯২ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং ১৫ই ফাতাহ ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা হুদ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১০ আয়াত এবং ১১ রুকু আছে]

১ম রুকু

১। (আমি) আল্লাহর নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা, বারবার রহমকারী।

২। আলিফ-লাম রা : ইহা এইরূপ কিতাব, যাহার আয়াত সমূহকে মযবুত করা হইয়াছে এবং উহাদিগকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে, (ইহা) পরম প্রজ্ঞাময়, ওয়াকেফহাল (রাব্ব)-এর তরফ হইতে (আসিয়াছে)।

৩। (ইহা এই শিক্ষা দেয়) যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিও না ; নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা (হইয়া আসিয়াছি)।

৪। ইহাও (শিক্ষা দেয়) যে তোমরা আপন রাব্বের নিকট ক্ষমা চাহ, তৎপর তাঁহারই দিকে (সত্যিকারভাবে) রুজু কর ; তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম সম্পদে ভূষিত করিবেন, এবং প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে নিজ ফজল দান করিবেন, এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর এক ভয়ানক দিবসের আযাব (আসার) আশংকা করিতেছি।

৫। আল্লাহর দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৬। শুন ! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের অন্তর (-এর কথা)-কে কুণ্ডলী পাকাইয়া রাখে, যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে নিজদিগকে গোপন রাখিতে পারে ; শুন ! যখন তাহারা

নিজদিগকে কাপড় দিয়া ঢাকে, তখনও তিনি তাহা জানেন যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে ; নিশ্চয় তিনি তাহাদের অন্তরের কথাকে ভালভাবে জানেন।

১২শ পারা

৭। এবং যমীনে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার রিয্‌ক আল্লাহর জিম্মায় নাই ; এবং তিনি উহার অস্থায়ী অবস্থান এবং স্থায়ী অবস্থানের জায়গা জানেন, এই সকল (বিষয়) এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে।

৮। এবং তিনিই আসমানসমূহ এবং যমীনকে ছয় কালে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহার আরশ পানির উপর অবস্থিত, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে তোমাদের মধ্যে আমলের ক্ষেত্রে কে সর্বোত্তম ; এবং ইহা নিশ্চিত যে যদি তুমি (তাহাদিগকে) বল, তোমরা নিশ্চয় মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে, তাহা হইলে যাহারা কুফর করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় (কসম খাইয়া) বলিবে, ইহা স্পষ্ট ধোকা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৯। এব (ইহাও নিশ্চিত যে) যদি আমরা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে আযাবকে মুলতবী রাখি তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, কিসে ইহাকে রুখিয়া রাখিয়াছে ; শুন! যেদিন উহা তাহাদের উপর আসিবে, সেদিন তাহাদের উপর হইতে উহা সরানো যাইবে না এবং যে আযাবের বিষয় লইয়া তাহারা উপহাস করিত, উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

(হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ) ৪-এর পাতার পর

না। বস্তুতঃ নবীগণ এইরূপই হইয়া থাকেন। তাঁহারা চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাঁহার পূর্বে কেহ এইরূপ দাবী করিয়াছে কিনা। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন, না। ইহাতে আমি নিজের মনে মনে বলিলাম, তাঁহার পূর্বে যদি কেহ এইরূপ দাবী করিত তাহা হইলে আমি বলিতে পারিতাম যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী দাবীদারের অনুকরণ করিতেছেন। ইহার পর তিনি (হারকিউলিস) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আপনাদিগকে কি করিতে আদেশ দেন? আমরা (কোরায়েশগণ) উত্তর দিলাম যে, তিনি আমাদিগকে নামায পড়িতে, যাকাত দিতে, আত্মীয়তার বন্ধনের সম্মান করিতে এবং পবিত্রতা রক্ষা করিতে আদেশ দেন। তিনি বলিলেন, আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি নবী এবং পূর্বেই আমি জানিতাম যে, তিনি আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু ইহা আমার জানা ছিল না যে তিনি আপনাদের মধ্য হইতে হইবেন। ইহা আমি জানিলে তাঁহার অনুগত হইতাম, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইতাম এবং আমি তাঁহার নিকটে থাকিলে, তাঁহার পদযুগল ধৌত করিতাম। তাঁহার রাজ্য আমার রাজ্যকে ছাইয়া ফেলিবে।

ইহার পর তিনি আল্লাহর রসলের পত্র আনাইয়া পাঠ করিলেন। (বোখারী ও মোসলেম)

অনুবাদ :—মৌলভী **মোহাম্মদ**

হাদিস শরীফ

হযরত রসুল (সাঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে
আবু সুফিয়ান ও হারকিউলিসের কথোপকোথন

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেন : আবু সুফিয়ান বিন হারাবের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি : আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে (হুদায়বিয়ার) সন্ধিকালে আমি সফর করিতেছিলাম। তিনি বলিয়াছেন : আমি যখন সিরিয়ায় গেলাম, তখন 'হারকিউলিস' (রোমরাজ্যের বাদশাহ)-এর নিকট রসুলের এক পত্র আনা হইয়াছিল। দাহিয়া আল কাবলী বাসরার শাসনকর্তার নিকট পত্রটি আনিয়াছিল। বাসরার শাসনকর্তা পত্রটি হারকিউলিসের নিকটে দিয়াছিল। হারকিউলিস প্রশ্ন করিলেন : যিনি নবুয়তের দাবী করিয়াছেন, এখানে কি তাহার গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি আছে ? তাহারা বলিল : আছে। তখন একদল কোরেশসহ আমাকে ডাকা হইল। আমরা হারকিউলিসের নিকটে গেলাম এবং তাহার সম্মুখে আমাদিগকে বসিবার আসন দেওয়া হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : যিনি নবুয়তের দাবী করিয়াছেন, আপনাদের মধ্যে কে তাহার সর্বাপেক্ষ নিকট আত্মীয় ? আবু সুফিয়ান বলিলেন : আমি। তখন তাহারা আমাকে (আবু সুফিয়ানকে) তাঁহার (হারকিউলিসের) সম্মুখে বসাইল এবং আমার সঙ্গীগণকে আমার পশ্চাতে বসাইল। পরে তিনি (হারকিউলিস) দোভাষীকে ডাকিলেন এবং বলিলেন : তাহাদিগকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদিগকে) বল, যিনি নবুওয়াতের দাবী করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করিতেছি। যদি তিনি (আবু সুফিয়ান) মিথ্যা বলেন আপনারা তাহার প্রতিবাদ করিবেন। আবু সুফিয়ান বলিল : খোদার কসম, যদি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আসার ভয় না থাকিত, আমি নিশ্চয়ই তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতাম। তখন তিনি (হারকিউলিস) দোভাষীকে বলিলেন : তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, আপনাদের মধ্যে তাঁহার বংশ মর্যাদা কিরূপ ? আমি বলিলাম : আমাদের মধ্যে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তাঁহার পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ কি বাদশাহ ছিলেন ? আমি বলিলাম : না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তাঁহার দাবীর পূর্বে আপনারা কি তাঁহার বিরুদ্ধে কখনও মিথ্যা বলার অভিযোগ আনিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন : না। তিনি প্রশ্ন করিলেন : কাহারা তাঁহার অনুসরণকারী হইয়াছে, জনগণের মধ্যে যাহারা সম্ভ্রান্ত অথবা তাহাদের মধ্যে দুর্বল ? আমি বলিলাম : তাহাদের মধ্যে যাহারা দুর্বল তাহারাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাহারা কি সংখ্যায় বাড়িতেছে, না কমিতেছে ? আমি বলিলাম : তাহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাহাদের মধ্যে কেহ কি তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর, বিরক্ত হইয়া ধর্মত্যাগী হইয়াছে ? আমি বলিলাম : না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনারা কি তাঁহার সহিত

যুদ্ধ করিয়াছেন? আমি বলিলাম: হ্যাঁ। তিনি বলিলেন: তাঁহার সহিত আপনাদের যুদ্ধ কি প্রকারের ছিল? আমি বলিলাম: আমাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ কুয়ার একটি বালতির উঠা-নামার ন্যায় ছিল। ইহাতে কখনও তিনি জয়ী হইয়াছেন এবং কখনও আমরা জয়ী হইয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তিনি কি কখনও চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন? আমি বলিলাম: আমরা তাঁহার সহিত এখন সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ। এখন পর্যন্ত তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। ভবিষ্যতে তিনি কি করিবেন জানি না। আল্লাহর কসম, ইহার অতিরিক্ত কোন কথা আমার পক্ষে বলা ও অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তাঁহার পূর্বে কি কেহ এরূপ (নবুওতের) দাবী করিয়াছিল? আমি বলিলাম: না। তিনি তখন দোভাষীকে বলিলেন: তাঁহাকে বল, আমি আপনাকে তাঁহার বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং আপনি উত্তর দিয়াছেন যে, তিনি আপনাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং নবীগণ তাহাদের জাতির মধ্যে এইরূপ সম্ভ্রান্ত বংশের হইয়া থাকেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিলেন কি না। আপনি উত্তর দিয়াছেন, না। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য যে, তাঁহার পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ বাদশাহ থাকিলে, বলিতে পারিতাম যে, তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের রাজত্বের অভিলাষী। আমি আপনাকে তাহার অনুসরণকারীগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাহারা জনগণের মধ্যে দুর্বল অথবা সম্ভ্রান্ত কিনা। আপনি উত্তর দিয়াছেন যে, তাহারা দুর্বল এবং নবীর অনুসরণকারীগণ এইরূপই হইয়া থাকেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনারা কি কখনো তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ আনিয়াছিলেন? আপনি উত্তর দিয়াছিলেন: না। আমি জানি যে, মানুষের সহিত মিথ্যা বলার অভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না এবং তাহার পর তিনি গিয়া আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতেন। আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষা গ্রহণের পর বিরক্ত হইয়া ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে কি। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন: না। ঈমানের প্রফুল্লতা হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পর ইহাই স্বাভাবিক। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে অথবা কমিতেছে কি না। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তাহারা বাড়িতেছে। ঈমানের বৈশিষ্ট্য এরূপই হইয়া থাকে, এমন কি উহা অবশেষে জয়যুক্ত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন যে আপনারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ঐ যুদ্ধ কুয়ার বালতি উঠা-নামার ন্যায় ছিল। কখনও তিনি উহাতে জয়ী হইয়াছিলেন এবং কখনও আপনারা জয়ী হইয়াছিলেন। এইভাবেই নবীদের হইয়া থাকে। পরিণামে তাহাদের জয় হইয়া থাকে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কি না। আপনি উত্তর দিয়া ছিলেন যে, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন

(অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অসাধারণ কল্যাণময় 'আগমন-উদ্দেশ্য'

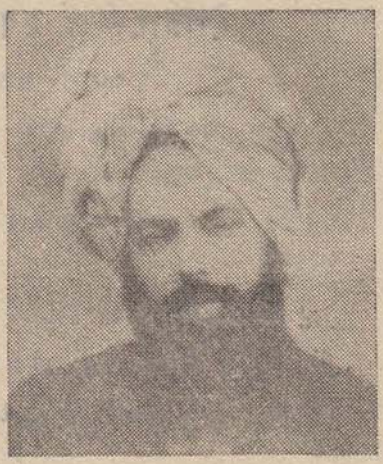

"যে কার্য সমাধার জন্য খোদাতায়ালা আমাকে মনোনীত ও আদিষ্ট (মা'মুর) করিয়াছেন তাহা হইল এই যে খোদা এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যকার সম্পর্ক-বন্ধনে যে ময়লা জমিয়া গিয়াছে তাহা দূর করিয়া মহব্বত ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক পুনরায় যেন কায়েম করি এবং সত্যের উৎঘাটন ও প্রাকাশের দ্বারা ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের ভিত্তি স্থাপন করি এবং যে সকল ধর্মীয় চিরন্তন সত্য দুনিয়ার দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে সেগুলির অভিব্যক্তি ঘটাই এবং সেই রূহানিয়ত যাহা নফসানী অন্ধকারের নীচে চাপা পড়িয়াছে উহার বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করি এবং খোদাতায়ালার শক্তিনিচয়ে যে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিবিষ্ট মনন বা দোওয়ার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে সেগুলি কেবল কথায় নয় বরং স্বীয় বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ধারায় অভিব্যক্ত করি এবং সর্বোপরি এই যে সেই নির্মল বিশুদ্ধ ও আলোকোজ্জ্বল তৌহীদ যাহা প্রত্যেক প্রকারের শেরকের মিশ্রণ হইতে বিমুক্ত, যাহা বস্তুতঃ লোপ পাইয়াছে উহার চিরস্থায়ী বৃক্ষ যেন জাতির মধ্যে রোপন করি। আর এই সব কিছুই আমার শক্তি দ্বারা সাধিত হইবে না বরং সেই খোদাতায়ালার শক্তি বলেই সাধিত হইবে, যিনি হইলেন আসমান-জমীনের মালিক খোদা।"

(লকচার ইসলাম)

নামাজ প্রতিষ্ঠা ও উহার হেফাজত

ইহা স্পষ্ট যে, মানুষ সেই জিনিসেরই হেফাজত এবং তত্ত্বাবধানে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগে নিয়োজিত থাকে, যে জিনিসটি হারাইলে সে তাহার বিনাস ও ধ্বংস বলিয়া জ্ঞান করে। যেমন একজন মুসাফের যে এক তরু-লতাহীন মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া সফর করিয়া চলিয়াছে, যে প্রান্তরে সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপী পানি ও খাদ্য পাওয়ার কোন আশা নাই, সে তাহার নিকট রক্ষিত পানি ও খাদ্যের সযত্নে হেফাজত করে এবং উহাকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করে। কেননা সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, উহা বিনষ্ট হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য।

সুতরাং যাহারা এইরূপ মুসাফেরের ন্যায় নিজেদের নামাজের হেফাজত করে এবং যদিও ধন-সম্পদ বা সম্মান-সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধিত হয় কিম্বা নামাজের জন্য কেহ অসন্তুষ্ট হয়, তথাপি তাহারা নামাজ পরিত্যাগ করে না এবং উহা বিনষ্ট হওয়ার আশংখায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত থাকে যেন মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এবং তাহারা এক মুহূর্তও আল্লাহর স্মরণ হইতে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা নামাজ ও ইয়াদে-ইলাহীকে নিজেদের এক অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ও পাথেয় বলিয়া জ্ঞান করে, যাহার উপর তাহাদের জীবন নির্ভরশীল। এরূপ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন খোদাতায়ালা তাহাদের সহিত প্রেম করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেমের এক প্রজ্জ্বলিত শিখা, যাহাকে 'রূহানী অস্তিত্বের' জন্য এক আত্মা বিশেষ বলা উচিত, উহা তাহাদের হৃদয়ে পতিত হয় এবং তাহাদিগকে এক নবতর জীবন দান করে। সেই রূহ বা আত্মা তাহাদের সমগ্র রূহানী সত্তাকে জ্যোতি ও জীবন দান করে। তখন তাহারা কোনরূপ বানোয়াট ও কৃত্রিম চেষ্টা ব্যতিরেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদাতায়ালার স্মরণে নিয়োজিত থাকে বরং খোদাতায়ালা তাহাদের রূহানী জীবনকে—যাহা তাহারা অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকে—স্বীয় ইয়াদের পাথেয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। ইহাকেই অন্য কথায় নামাজ বলা হয়।" (যামীমা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৪)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(৩০শে আগষ্ট, '৮৫ইং. লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত)

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সূরা আল-জুমরের (১১ নম্বর আয়াত) আয়াত তেলাওয়াত করেন :—

قل يعباد الذين امنوا اتقوا ربكم ـ للذين احسنوا فى هذه الدنيا حسنة ـ وارض الله واسعة ـ انما يوفى الصبرون اجرهم بغير حساب ٥

(অর্থ ঃ—"বলিয়া দাও যে হে আমার মোমেন বান্দারা ! তোমরা নিজেদের রাবের তাকওয়া (খোদা ভীতি) এখতেয়ার কর। ঐ সকল মানুষ যাহারা (ইলাহী) হুকুম পুরাপুরিভাবে পালন করে তাহাদের জন্য এই পৃথিবীতেই উত্তম পুরস্কার নির্দ্ধারিত রহিয়াছে এবং আল্লাহর জমীন খুব প্রশস্ত। ধৈর্য্যশীল-দিগকে তাহাদের পুরস্কার হিসাব ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে।"—অনুবাদক।)

হুজুর আকদাস (আইঃ) অতঃপর বলেন ঃ—

দুঃখ এবং আনন্দ, ভীতি ও আশা—এইগুলি মানুষের ভবিষ্যতের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। কোন কোন মানুষের হৃদয় ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। তাহাদের ক্ষমতা অল্প হইয়া থাকে। তাহাদের ক্ষমতা অল্প হইয়া থাকে এবং তাহাদের সাহসও কম হইয়া থাকে। ভয় ও ভীতি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করিয়া দেয় এবং খোদাতায়ালা তাহাদিগকে যে সুপ্ত শক্তি দান করিয়াছেন, ভয়-ভীতির ফলশ্রুতিতে উহা স্থবীর হইয়া যায় ও ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যায়। মানুষের যে স্বাভাবিক শক্তি সে সাধারণ অবস্থায় কাজে লাগাইয়া থাকে, উহাও কাজে লাগানোর ক্ষমতা তাহার থাকে না। এমনিভাবে ক্ষুদ্র হৃদয়ের ও ক্ষুদ্র সাহসের লোকদিগকে আনন্দও পাগল করিয়া তোলে। তাহারা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে লাফ দিয়া থাকে। তাহারা ক্ষমতার উর্দ্ধে নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা করিতে থাকে। তাহাদের যাহাকিছু পাওয়ার কথা, উহার চাইতে কয়েকগুণ অধিক তাহারা আশা করিয়া বসিয়া থাকে। এই অবস্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমভাবে কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়। এই ধরণের কোন কোন ব্যবসায়ী রহিয়াছে, যাহারা ব্যবসার মুনাফা তো দূরের কথা, ব্যবসার প্রাথমিক পদক্ষেপও গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাহারা বড় বড় অংকের মুনাফা আশা করিয়া পুঁজির অর্থ হইতে খরচ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ অধিকাংশ মানুষ, ইল্লা মাশাল্লাহ, পৃথিবীতে যে ময়দানেই পা রাখুক না কেন অকৃতকার্য্য হইয়া যায়।

ইহার বিপরীত কোন কোন এইরূপ মানুষও রহিয়াছে, ভয়-ভীতি এবং আশা-আনন্দ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরণের ফল দান করিয়া থাকে। ভীতির ফলশ্রুতিতে তাহাদের

সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠে এবং খোদাতায়ালার দেওয়া তাদের হৃদয়ের সুপ্ত শক্তিনিচয় ও সুবৃত্তিগুলি সজাগ হইয়া উঠে। তাহারা নিজেদের ক্ষমতা বুঝিতে পারে। তাহাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তাহাদের সাহস মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং তাহারা খুব সাহস ও বাহাদুরীর সহিত প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে গ্রহন করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। আনন্দতো তাহাদিগকে প্রশান্তি দান করে, কিন্তু উহা তাহাদিগকে পাগল করিয়া দেয় না। আশা তাহাদিগকে নূতন জীবনের পয়গামতো দিয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহাদিগকে কর্মে উদাসীন করিয়া দেয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এই ধরণের মেযাজ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্যক্তির মধ্যেও এই ধরণের মেযাজ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত সর্বত্রই ব্যতিক্রম রহিয়াছে।

কোনআন করীম এই বিষয়টিকে এইভাবে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে যে, কাফেরদের কার্যপদ্ধতি ও মোমেনদের কার্যপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও সতন্ত্র করিয়া দেখাইয়াছে। কোরআন করীমে ঈমান ও কুফরকেও দুইটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং উহার মধ্যেও তোমরা এই পার্থক্য দেখিতে পাইবে যে, ভয় ও ভীতি কাফেরদের হৃদয়কে একভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং উহা মোমেনদের হৃদয়কে অন্যভাবে প্রভাবান্বিত করে। খুশী ও আনন্দ কাফেরদিগকে এক ধরনের পয়গাম দিয়া থাকে। এবং মোমেনদিগকে অন্য ধরণের পয়গাম দিয়া থাকে। ইহা এইরূপ একটি দেদীপ্যমান পার্থক্য এবং এইরূপ একটি সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ যে, কাফেররা ব্যক্তিগতভাবে যত সাহসী ও যতই নির্ভিক হউক না কেন, এমতাবস্থায় মুমেন ও অস্বীকারকারীদের জাতীয় চরিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন কুফর ও ঈমানের দিক হইতে মানুষদিগকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হয় তখন কিছুলোক অস্বীকারকারী হইয়া যায় এবং কিছু লোক ঈমানদার হইয়া যায়। অতএব কোরআন কারীমের বর্ণনানুযায়ী উপরোক্ত শ্রেণী-বিভাগ তাহাদের উপর এইভাবে প্রজোয্য হয় যে প্রত্যেক অস্বীকারকারীর চরিত্র একরূপ হইয়া যায় এবং প্রত্যেক ঈমান আনায়নকারীর চরিত্র অন্যরূপ হইয়া যায়। বস্তুতঃ কোরআন করীম বলে যে এই সকল অস্বীকারকারীদের চরিত্র এইরূপ যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যখন তাহাদের উপর কোন পরীক্ষা আসে বা তাহাদের জন্য কোন হতাশার সময় আসে বা তাহাদের কোন ভীতির সময় আসে, তখন তাহারা হতাশাগ্রস্ত হইয়া যায় এবং তাহারা নাশোকরীর কথাও বলিতে আরম্ভ করে। তাহারা বলে, "সে কেমন খোদা? সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সে কেমন খোদা যে, সে তাহার ওয়াদা পূর্ণ করে নাই? তাহার সব কথা কাল্পনিক কথা ও তাহার সব কথা কেসসা-কাহিনী।" অর্থাৎ মৌলিকভাবে ঈমান না থাকার দরূন অস্বীকৃতি সৃষ্টি হইয়া যায় এবং কোন কোন অবস্থায় এই অস্বীকৃতি নগ্ন হইয়া যায়। বিশেভাবে ভয় ও ভীতির সময় এইরূপ হইয়া থাকে।

অন্য অবস্থায়ও (অর্থাৎ ভয়-ভীতির বিপরীত অবস্থায়ও) খোদাতায়ালা বলেন, খোদাতায়ালা অস্বীকার কারীদিগকে, যাহারা খোদার উপর ঈমান রাখে না এবং তাঁহার কুদরতের উপরও ঈমান রাখে না তাহাদিগকে যখন নেয়ামত দান করেন, তখন তাহাদের অবস্থা হয় فَرِحُوا بِهَا ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহারা উল্লাসে উচ্ছসিত হইয়া পড়ে, তালি বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দেয় এবং গর্ব করিতে শুরু করিয়া দেয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য আরও অনেক আয়াতে খোদাতায়ালা কাফেরদের চরিত্রকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ইহার মোকাবেলায় মোমেনদের চরিত্র এইরূপ দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুঃখ তাহাদিগকে নূতন করিয়া সাহস দান করে এবং প্রত্যেক পরীক্ষা তাহাদিগকে নূতন দৃঢ় সংকল্প দান করে। যখন তাহাদের ঈমানের পরীক্ষা আসে زَادَهُمْ إِيمَانًا

তখন উহা এইরূপ একটি অদ্ভুত পরীক্ষা হয় যে, ঈমান হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধিলাভ করে এবং যখন তাহারা খুশী হয়, খোদাতায়ালার করুনা হইতে অংশ লাভ করে, তখন গর্ব করার পরিবর্তে ও তালি বাজানোর পরিবর্তে তাহারা তাহাদের রাবের হুজুরে অবনত হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হইয়া যায়।

বস্তুতঃ বাস্তব ক্ষেত্রে আঁ-হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে জগতবাসী এই দুইটি ঘটনা এত অধিক সংখ্যায় ঘটিতে দেখিয়াছে যে, বড় বড় শক্তি-শালী দুশমন মামুলি ক্ষতির দরুনও ভগ্নোদ্যম হইয়া গিয়াছে। আরবে ঐ সমস্ত লোকও ছিল, যাহাদের সাহসীকতা আরবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, যাহাদের কবিরা নিজেদের স্বগোত্রের প্রশংসায় বড় বড় কাসিদা (প্রসংসাগীতি) লিখিয়া ছিল যে, কোন ভীতি ও কোন বিপদ এবং কোন মসিবত তাহাদিগকে হতাশ করিত না এবং যাহারা কখনো কোন পরীক্ষায় পড়িয়া পলায়নের নাম জানিত না। প্রকৃতপক্ষে জাহেলিয়াতের যুগে তাহাদের এই অবস্থাই ছিল। কিন্তু কোরআন করীমের ফয়সালা অটল ফয়সালা। উহা অনিবার্যরূপে পূর্ণ হইতে হইবে। বস্তুতঃ বড় বড় বাহাদুর এবং বড় বড় শক্তিশালী গোত্রের লোকেরা যখন ইসলামের সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল, তাহাদের বাহ্যিক শক্তি থাকা সত্বেও, তাহাদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও, সাহসীকতায় তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্বেও, যখন পরাজয়ের সামান্যতম ধারনাও তাহাদের অন্তরে সৃষ্টি হইত, তখন তাহারা এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত যেন কখনো তাহাদের পায়ের নীচে মাটিই ছিল না। তাহারা একান্ত ভীরু ও কাপুরুষ জাতির মত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।

খন্দকের যুদ্ধের চাইতে অধিক বড় উদাহরণ আপনাদের নিকট আর কি থাকিতে পারে? ঐ যুদ্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুষ্টিমেয় গোলামদিগকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং অবস্থা এইরূপ ছিল যে যদি তাহারা খন্দক না খুদিত তাহা হইলে বহ্যিকভাবে এবং জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহাদের বাঁচার কোন প্রশ্নই উঠিত না। ইহা ছিল খন্দক খোদনকারীদের এক অসহায় অবস্থা এবং খন্দকের মধ্যে অবস্থানরত দুশমনরাও এমন জায়গায় মওজুদ ছিল যে, তাহারা পিঠের দিক হইতে ছুরি মারার জন্য সদা প্রস্তুত ছিল। ইহা ছিল একটি চরম নাজুক অবস্থা। এত নাজুক অবস্থা ছিল যে কোরআন করীম বলে, যাহারা দুর্বল ছিল, যাহাদের সঠিক ঈমান ছিল না এবং যাহারা মুনাফেক ছিল, তাহাদের চক্ষু এই ভাবে উলটাইয়া গেল যেভাবে মৃত্যুর সজ্ঞাহীনতার সময় চক্ষু উলটাইয়া যায়। ইহার মোকাবেলায় মামেনদের অবস্থা এইরূপ ছিল যে فَزَادَهُمْ إِيمَانًا তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহারা বলিতেছিল যে, হাঁ, এই ধরণের ওয়াদা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, আমরা এই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম এবং যে খোদা এই ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তিনি অন্যান্য ওয়াদাও পূর্ণ করিয়া দিবেন। অন্যদিকে সমস্ত আরব গোত্রগুলির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি গোত্র হইতে নির্বাচিত সাহসী যুবকেরা ও বাহাদুর ব্যক্তিরা, যাহারা মদিনাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, একটি মামুলি ঘটনার দরুন এইভাবে তাহাদের পায়ের নীচের মাটি সরিয়া গেল এবং এইরূপ উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া তাহারা ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিল যে, বর্ণিত হইয়াছে যে কোন কোন যোদ্ধা

তাহাদের উটের হাটুর বাঁধন খুলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং উটের উপর আরোহণ করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এতই মাতিয়া ছিল যে উহারা অর্দ্ধমৃত হইয়া গেল। কিন্তু ঐ উটগুলি পলায়ন করিতেই পারিলনা, কেননা উহাদের হাটু বাঁধা অবস্থায় ছিল। কোন কোন আরোহী পলায়ন করার জন্য তাহাদের বাঁধা উটগুলিকে যখন তাড়া করিল এবং উহারা পলায়ন করিতে পারিল না তখন ক্রোধে তাহারা নিজেরাই নিজেদের হাত দ্বারা উটগুলিকে মারিয়া ফেলিল। চতুর্দিকে ছুটাছুটি ও চতুর্দিকে আকস্মিক একটি হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছিল। একটি খুবই আজীমুশান সেনাবাহিনী ছিল। তাহারা ছিল সংখ্যায় দশহাজারের অধিক। তাহারা মধ্য রাত্রিতে পালায়ন করিতে শুরু করিয়াছিল এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই তাহাদের কোন নাম-নিশানাও আর দেখা গেল না। এই জাতীয় সেনাবাবাহিনী যে ভাবে তাহাদের পশ্চাতে যুদ্ধ-সম্ভার ত্যাগ করিয়া যায়, উক্ত বাহিনীও তাহাদের পশ্চাতে যুদ্ধ-সম্ভার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই সেনা-বাহিনীতে ছিল বাছা বাছা লোক ও বাহাদুর ব্যক্তিরা। এই কথা কেহ বলিতে পারিবেনা যে আরবের লোকদের মধ্যে বাহাদুরী ছিলনা। তাহারা নিজেদের রণ-কৌশল ও বাহাদুরী সম্বন্ধে এইরূপ সানদার 'কাসিদা' রচনা করিয়াছিল যে, গর্বের সহিত তাহারা এগুলিকে খানা-কাবায় টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। তাহাদের বাহাদুরীর কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা যে তকদীরের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অটল ছিল। উহা অনিবার্যরূপে পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। অতএব তাহাদের সব পার্থিব উপায় ও উপকরণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জাতির সব উপায় ও উপকরণও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। জাতির লোকেরা যখন কাফের ও মোমেন এই দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল তখন কাফেরদের তকদীরে কাপুরুষতা, পলায়ন, হতাশা এবং চিন্তা ও দুঃখেটি সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হওয়াটাই লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যেই ছিল ঐ সকল লোকেরা, যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা ছিল জাতির দর্বল অংশ। কোরআন করীম হইতেও প্রামাণিত হয় এবং ইতিহাসও এই কথার সাক্ষ্য দান করে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের নিকট প্রথমে বড় লোকেরা আসে নাই। বরং গরীব ও দুর্বল লোক, যাহাদিগকে তাহারা নীচ ও হীন মনে করিত, তাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লা-মের নিকট আসিয়াছিল এবং আল্লাহতায়ালা তাহাদের মধ্যে ঐ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে তাহাদের দুঃখ ও সাহস রূপান্তরিত হইল এবং তাহাদের আনন্দও তাহাদিগকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করিল। সম্পূর্ণরূপে এক নূতন জাতি সৃষ্টি হইয়া গেল।

অতএব আজ আহমদীয়া জামাত যে যুগ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, ইহা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রথম যুগের ঐ গোলামদেরই যুগ, যাহার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হইতেছে। 'আখেরীন'দের (অর্থাৎ সুরা জুময়ায় যে আখেরীনদের কথা উল্লেখ রহিয়াছে) যুগ আপনারা লাভ করিয়াছেন কিন্তু মোমেন ও কাফের অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারী ও অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট ঐরূই রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনা। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালার আচরণও সম্পূর্ণরূপে ঐ একইরূপ রহিয়াছে। ইহার কারণ কি? প্রশ্ন এই যে, যখন কিনা মানুষের প্রকৃতি ঐ একইরূপ রহিয়াছে এবং মানুষের মেযাজেও একটি বিশেষ পরিপক্কতা সৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন চরিত্রের মধ্যে কেন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়? দুর্বল ব্যক্তিরা আকস্মৎ কেন মহান চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়?

আমি যেমন কিনা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার কারণ এই যে ঈমান আনার ফলশ্রুতিতে কাপুরুষতা বা ভীতির চিহ্নই অবশিষ্ট থাকিতে পারেনা। কেননা 'ঈমান-বিল্লাহ' (আল্লাহর উপর ঈমান) অর্থাৎ প্রকৃত ঈমানের অর্থ, এই কথা বিশ্বাস করা যে, একজন

সর্বশক্তিমান সত্ত্বা আমাদের নিকট মওজুদ রহিয়াছেন তিনি সদাসর্বদা আমাদের সংগে রহিয়াছেন, তিনি মিথ্যা ওয়াদা করেননা, তিনি তাঁহার স্নেহ ও প্রীতির বিকাশকারী এক সত্ত্বা এবং তিনি এমন সত্ত্বা নহেন, যিনি এই পৃথিবীতে শেষ হইয়া যান। এই পৃথিবীরও তিনি মালিক। Tariff (শুল্ক)-এরও আইন রহিয়াছে এবং ধন-সম্পদ এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তর করা যায়না। এইজন্য একটি ভয় থাকে যে, ঐ দেশে যদি বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহাহইলে ঐ দেশে যাইয়া কি করিবে? কিন্তু খোদাতায়ালার অস্তিত্ব এইরূপ যে, ঈমান মোমেনদিগকে বলিয়া দেয় যে খোদাতায়ালা এই পৃথিবীরও মালিক এবং ঐ পৃথিবীরও (পরকালেও) মালিক। ইহা হইতেই পারেনা যে, তোমরা হারানোর পরে পুনরায় পাইব না। ইহা হইতে মৃত্যুও তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারেনা। ইহাই ঈমান এবং ঈমানের বিস্তৃতি রহিয়াছে। ঈমান যতই সম্প্রসারিত হইতে থাকে, মোমেনের চরিত্রে ততই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে এবং আরও একটি কথা এই যে, মোমেন নিজের উপর ভরসা করেনা। ঈমানের ফলশ্রুতিতে তাহার মনোযোগ দোওয়ার প্রতি ধাবিত হয় এবং দোওয়া এইরূপ একটি কার্য্যকরী শক্তি, যাহা সকল ব্যধির প্রতিষেধক। দোওয়ার ফলশ্রুতিতে তাহার ভয়-ভীতিও দূর হইয়া যায় এবং তাহার আশা ও আনন্দের মধ্যেও এক গম্ভীর ভাব আসিয়া যায়। তাহার আনন্দ এবং তাহার আশা তাহার মধ্যে উত্তম চরিত্রের সৃষ্টি করে। হৃদয়ের সংকীর্ণতার পরিবর্ত্তে এবং কম সাহসিকতার পরিবর্ত্তে উক্ত আনন্দের ফলশ্রুতিতে সে প্রশান্তি লাভ করে, দৃঢ় সংকল্প লাভ করে এবং নূতন সাহস লাভ করে। বস্তুতঃ কোরআন করীম নিজেই এই রহস্যের বর্ণনা করিয়া বলে যে, মোমেনের চরিত্রের মাহত্ম্যের প্রকৃত কারণ এই যে, يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ—সে আল্লাহকে স্মরণ করিতে থাকে। يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ সে সদা সর্বদা খোদাকে ডাকিতে থাকে। خَوْفًا وَّطَمَعًا ভয়-ভীতির অবস্থায়ও খোদাকে ডাকিতে থাকে। আশা আকাঙ্খার অবস্থায়ও সে খোদাকে ডাকিতে থাকে এবং ঈমানের ফলশ্রুতিতে যে সত্ত্বার মাহত্ম্যের পরিচয় সে পাইয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ সে চাহিতে আরম্ভ করে। ভীত হইলে সে তাঁহার (খোদার) সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তিনি তাহার ভয়-ভীতি দূর করার জন্য তাহার দিকে আসিতেছেন। বরং কোন কোন সময় এই রূপ মনে হয়, যেন সে দেখিতেছে যে খোদা তাহার দিকে আসিতেছেন। খোদা যখন তাহাকে আনন্দ দান করেন, নেয়ামত দান করেন এবং তাহার মাধ্যে আশা-আকাঙ্খা সৃষ্টি করেন, তখনও সে তাহার রাবকে ডাকিতে থাকে এবং বলিতে থাকে, আমি নিজের তরফ হইতে কিছু পাই নাই। তুমিই আমাকে দান করিয়াছ এবং তুমিই বরকত দান করিবে। তবেই উহা আমাদের সহিবে। নতুবা উহা সহিবেও না।" তখন কামেল এ'কীন (পরিপূর্ণ বিশ্বাস) সৃষ্টি হইয়া যায়।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিতেছিলেন তখন এই يدعون ربهم خوفا وطمعا-এর দৃশ্যই আমরা দেখিয়াছি। যখন খোদাতায়ালা তাঁহাকে মহান বিজয়ের আশ্বাস দান করিলেন, বরং বলিতে হয় যে যখন বিজয় তাঁহার পদ চুম্বন করিতে লাগিল, তখন গর্বের পরিবর্তে ও তালি বাজানোর পরিবর্তে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিলেন যে, দোওয়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হিঁচকি আসিয়া গেল এবং খোদার হুজুরে নত হইতে হইতে তাঁহার মাথা উটের পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া গেল। পৃথিবীর কোন জাতি এইরূপ বিনয়ের সহিত ও খোদার হুজুরে এইরূপ মস্তকাবনত হইয়া এবং কাতরতার সহিত কোন বিজিত শহরে বা বিজিত দেশে কোন বিজয়ীকে কখনো প্রবেশ করিতে দেখে নাই।

অতএব ঐ সকল লোক, যাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের রাবকে ডাকিতে থাকে, ইহা ঐ রাবেরই আশীষ যে তিনি তাহাদিগকে এইরূপ মহান চরিত্রের অধিকারী করিয়া থাকেন। এইজন্য আমি যখন জামাতের দৃষ্টি দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতি আকর্ষণ করি যে কি অবস্থার মধ্য দিয়া জামাত অতিক্রম করিতেছে, তখন এক মুহূর্তের জন্যও আমি এই ভয় করিনা যে ইহাতে, নাউজুবিল্লাহ-মিন-জালেক, জামাতের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হইবে এবং না এইরূপ হতাশা কখনো সৃষ্টি হইয়াছে। বরং যখন আমি জামাতকে সবিস্তারে জানাইয়া দেই যে কিরূপ মসিবতের মধ্য দিয়া জামাত অতিক্রম করিতেছে, কি কি বিপদ তাহাদের উপর নিপতিত হইয়াছে এবং তাহারা কিরূপে জুলুমের শিকারে পরিণত হইতেছে, তখন প্রত্যেক বার জামাতের মধ্যে এক নূতন দৃঢ়সংকল্প সৃষ্টি হইয়া যায়, নূতন এক সাহসের সৃষ্টি হইয়া যায়, খোদাতায়ালার তরফ হইতে তাহারা নূতন হিম্মত লাভ করিয়া থাকে এবং কোরবানী করার জন্য তাহাদের হৃদয়ে এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের মধ্যে এইরূপ একটি ঘটনাও আমার জানা নাই যে, এই সকল দুঃখ-যন্ত্রণা ও জুলুমের কথা শুনিয়া ভয়ে কেহ পশ্চাদপসরণ করিয়াছে বা চিন্তায় এইরূপ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্বের শক্তিও তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। অন্যথা জাগতিক অবস্থায়তো দুঃখ ও চিন্তার ফলশ্রুতিতে মানুষের স্বাভাবিক শক্তিও বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর ইহার বিপরীত যখন আমি খুশীর খবর শুনাইয়া থাকি তখনও আমি বিশ্বাস রাখি যে সমগ্র বিশ্বে এইরূপ একটি আহমদীও নাই যে এই সকল খবর শুনিয়া মিথ্যা প্রশান্তির মধ্যে ডুবিয়া যাইবে এবং তাহাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে যে, বাস্, আমরা এখন সব কিছু পাইয়া গিয়াছি, এখন জেদ্দো-জেহাদের প্রয়োজন নাই, এখন খোদার তরফ হইতে আমরা সব লাভ করিয়া ফেলিয়াছি এবং যাহা কিছু হওয়ার ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, বরং না তাহারা গর্ব করিতে আরম্ভ করিবে, না তাহারা তালি বাজাইতে শুরু করিবে, না তাহারা মনে করিবে যে আমরা ইহার যোগ্য এবং না তাহারা ভ্রান্তিতে নিপতিত হইবে যে ইহা আমাদের শ্রমের ফসল। বরং যখন আমি খুশীর খবরও দিয়া থাকি তখন,

যেমন কিনা কোরআন করীমে বলা হইয়াছে, আমি এই বিশ্বাস রাখি যে খুশী এবং বিজয় আহমদীদের হৃদয়ে অধিক দৃঢ়সংকল্প ও বিনয় সৃষ্টি করে, তাহারা পূর্বের চাইতে বেশী আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করে এবং তাহাদের প্রত্যেকেই জানে যে ইহা আমাদের ব্যক্তিগত গুনাবলীর জন্য হয় নাই, বরং ইহা একমাত্র আল্লাহতায়ালার এহসান ও তাঁহার দয়ায় সাধিত হইয়াছে। অতএব আমাদের জন্যতো সর্বাবস্থায় বিজয় নিদ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের ভীতিও নেয়ামতে রূপান্তরিত হইয়া উপস্থিত হয়, আমাদের দুঃখ-কষ্টও নেয়ামতে রূপান্তরিত হইয়া উপস্থিত হয় এবং আমাদের আনন্দও নেয়ামতে রূপান্তরিত হইয়া উপস্থিত হয়।

ইহাই হইল ঈমানের প্রভাব, যাহা আজ লক্ষ লক্ষ আহমদী প্রত্যহ নিজেদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত খোদার ওয়াদাও রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহাতো এইরূপ অবস্থা যাহার মধ্য দিয়া আমরা অতিক্রম করিতেছি এবং আমাদের মন ও মস্তিষ্কের অবস্থা এইরূপ। কিন্তু এই অবস্থা ছাড়াও আল্লাহতায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালার সাহায্যের ওয়াদা রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালার রহমতের ওয়াদা রহিয়াছে এবং আল্লাহতায়ালার বরকতের ওয়াদা রহিয়াছে। এইগুলিকেও আমরা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিতেছি। এই উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও রহিয়াছে। যেমন কি-না আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, যখন মোমেনরা দুঃখ-কষ্ট পায় তখন তাহাদের কোরবানীর স্পৃহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যখন তাহারা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে নেয়ামত লাভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে এক নূতন সাহসের সঞ্চার হয় এবং তাহারা বিশ্বাস করিয়া নেয় যে, আমরা খোদার জন্য যে সকল কোরবানী করি উহাদের ফলশ্রুতিতে আমরা এই পৃথিবীতে পুরস্কার লাভ করিতে থাকি। ইহার পরেও তাহাদের কোরবানীর স্পৃহা বাড়িয়া যায় এবং আল্লাহতায়ালার ফজলের তকদীরও অতঃপর জারী হইতে থাকে। এইজন্য তাহাদের সমস্যা সহজ হইয়া যায় এবং তাহাদের সকল অসুবিধা দূর হইয়া যায়। অসাধারণ অবস্থার মধ্য দিয়া তাহারা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে এইরূপ বস্তু লাভ করিয়া থাকে, যাহা সাধারণ অবস্থায় মানুষ চিন্তাও করিতে পারে না। অতঃপর যখন কেহ চিন্তা করে যে এইরূপ বস্তু কিভাবে পাওয়া গেল, তখন সে অবাক হইয়া দেখে যে প্রকৃতপক্ষে খোদার তকদীর যদি ক্রিয়াশীল না হইত তাহাহইলে উক্ত বস্তু তাহাদের পাওয়ার কথাই ছিলনা।

বস্তুতঃ উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডের জামাতের জন্য ইসলামাবাদকে একটি ইউরোপীয় মিশন হিসাবে নেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমার সহিত কয়েক মাস যাবৎ চৌধুরী আনওয়ার আহমদ কাহালুন সাহেব, আফতাব আহমদ সাহেব এবং আরশাদ বাকী সাহেব পরিশ্রম করিয়াছেন এবং জায়গার খোঁজ করিয়াছেন। কয়েকটি জায়গার ব্যাপারে কথাবার্তাও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শেষ সময়ে আসিয়া কোন না কোন এইরূপ কারণ ঘটিয়া যাইত যে, হয়ত আমাদের মন অগ্রসর হইত না বা বিক্রেতার মন

অগ্রসর হইতনা। কিন্তু জায়গা আমরা ইহাই (অর্থাৎ ইসলামাবাদের মত জায়গা) বর্ণনা করিতাম যে, এইরূপ জায়গা-ই চাই। কোন কোন জায়গা ইহার সহিত মোটামুটিভাবে মিলিয়া যাইত এবং কোন কোন জায়গা ইহার সহিত সামান্য মিলিত। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এইরূপ জায়গা পাওয়া যাইতেছিলনা। লোকজন বলিতেছিল যে, "ইংল্যাণ্ডে এইরূপ জায়গাই আপনারা কিভাবে আশা করেন এবং তদুপরি আপনি বলেন যে এই জায়গা ইংল্যাণ্ডের সন্নিকটে হইতে হইবে। ইহা এক অসম্ভব ব্যাপার!" অতঃপর যখন চারিদিক হইতে হতাশা দেখা দিল তখন অকস্মাৎ এই জায়গা (অর্থাৎ ইসলামাবাদ) আমাদের নজরে পড়িয়া গেল। তখন ইহার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে ইহা মার্কেটে আসেই নাই এবং যখন ইহা মার্কেটে আসিল তখন বুঝা গেল যে কেন খোদাতায়ালা আমাদের সহিত এই খেলা খেলিতেছিলেন। তিনি আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিতেন এবং পুনরায় উহা প্রত্যাহার করিয়া লইতেন। তিনি কখনো আমাদের মনে এবং কখনো বিক্রেতাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া দিতেন এবং পুনরায় উক্ত আগ্রহ নষ্ট করিয়া দিতেন। অতঃপর যখন এই জায়গা আমাদের নজরে আসিল তখন হৃদয় সাক্ষ্য দিয়া দিল যে, হাঁ, এই জায়গা আমাদের হইয়া গেল। ইহার ফলশ্রুতিতে আমরা অনেক বরকত লাভ করিয়াছি এবং ইংল্যাণ্ডের জামাত একটি নূতন প্রশস্ততা লাভ করিল। ইংল্যাণ্ডের জামাত ইসলামাবাদের ফায়দা দ্রুততার সহিত উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল যে, এখন এইরূপ মনে হয় যে এই জায়গা ছাড়া আমরা এতকাল কিভাবে চলিতেছিলাম?

বস্তুতঃ অন্যান্য সব ফায়দার কথা ছাড়িয়া দিলেও একটি ফায়দার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা হইল এই যে, কিছু দিন পূর্বে এখানে মেয়েদের তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে এগার হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মেয়েরা যোগদান করিয়াছিল; এই সকল মেয়ের মায়েরা সর্বদা চিন্তিত থাকিত যে ইসলামী সমাজের পরিবেশ ইহাদের অদৃষ্টে নাই। ইংল্যাণ্ডে এইরূপ কোন জায়গা নাই, যেখানে থাকিলে তাহাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা জানিতে পারিবে যে, ইসলাম তাহাদিগকে কি কি তাকিদ করে, তাহাদের জন্য ইসলাম কি কি সুযোগ-সুবিধা দান করে এবং তাহারা আরও জানিতে পারিবে যে ইসলামী জীবন একটি কারাগার নয়, বরং ইহা একটি নেয়ামত। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ একটি পরাক্রমশালী সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উপরোক্ত ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐগুলি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেনা। আপনি তাত্ত্বিকভাবে তাহাকে লক্ষবার বুঝান না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামী সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ না করিবে এবং ইসলামী পরিবেশের মধ্য দিয়া সে অতিক্রম না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এইগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারেনা। ইসলামাবাদে যখন মেয়েদের তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হইল; তখন আল্লাহতায়ালার ফজলে তাহারা উহা হইতে এইরূপ ফায়দা হাসেল করিল, যাহা লণ্ডনের মসজিদে বা অন্য কোন জায়গায় হাসেল

করা সম্ভবই ছিলনা। মেয়েরা দিনরাত সেখানে অবস্থান করিয়াছিল। খোদা সেখানে আমাদিগকে উত্তম হোষ্টেল দান করিয়াছেন যাহা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সেখানে উন্মুক্ত খেলার মাঠ রহিয়াছে। সেখানে পর্দার প্রয়োজন ছিলনা। মেয়েরা স্বাধীনভাবে ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহাদিগকে ঘোড়ায় চড়া শিখানো হইয়াছে, তাহাদিগকে তীর চালানোও শিখানো হইয়াছে। তাহাদিগকে বন্দুক চালানোও শিখানো হইয়াছে। তাহাদিগকে সাইকেল চালানোও শিখানো হইয়াছে। তাহারা যত ধরনের খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পূর্বেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল যে অন্যান্য জাতির মেয়েরা এইগুলি হইতে মজা লুটিতেছে এবং আমাদের জন্য যেন এইগুলি হারাম—ইহাদের সবগুলিই তাহা-দিগকে শিখানো হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, কিছুই তোমাদের জন্য হারাম নয়। তবে, হাঁ, কতগুলি শর্ত রহিয়াছে। তোমাদের পবিত্রতার হেফাজতের শর্ত সাপেক্ষে সব কিছু তোমাদের জন্য জায়েয। অতঃপর সব ধরণের প্রশিক্ষণ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্থালীর কাজও তাহাদিগকে শিখানো হইয়াছে। যে সকল দিক স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্বে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, উহাদের কোনটিকেই বাদ দেওয়া হয় নাই এবং উহাদের সব কয়টির উপর তাহাদিগকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারসাম্য-সম্পন্ন ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন আহমদী নারী, যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জিম্মাদার, তাহাদিগকে গঠন করার ব্যাপারে তিন সপ্তাহে ইসলামাবাদ এইরূপ একটি মহান ভূমিকা পালন করিয়াছে যে, ইতি পূর্বে আপনারা ইহার ধারণাও করিতে পারিতেন না।

বস্তুতঃ কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ড হইতেই নয়, বাহির হইতে আগত মেয়েদের, ইউরোপ, আমেরিকা, ও কানাডা হইতে আগত মেয়েদের চক্ষুতো সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গিয়াছে। আমি পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তাহাদের নিকট হইতে বড় সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী উত্তর পাইয়াছিলাম। একটি মেয়ে বলিল যে, আমিতো এখন বুঝিতে পারিলাম যে আমার অস্তিত্ব কি? আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি। একটি মেয়ে বলিল যে Now I Know my way (এখন আমি আমার চলার পথ চিনিয়াছি)। সে বলিল "আমার পিতা মাতা আহমদী ছিলেন। আমার পূর্ব পুরুষেরা সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তাহারা খৃষ্টান হইতে মুসলমান হইয়াছিলেন" কিন্তু মেয়েটি একটি মাত্র বাক্যে বড়ই গভীর ও বড়ই সুন্দর কথা বলিয়া দিল যে For the first time now I realise my way (প্রথমবারের মত এখন আমি আমার পথ বুঝিতে পারিয়াছি)। তাহার পিতা-মাতা আহমদী। সে ঐ পরিবেশেই লালিত-পালিত হইয়াছে। তাহার পরিবেশ ছিল ভাল। কিন্তু এই তিন সপ্তাহের তরবিয়তী ক্লাশ তাহাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তুমি কোন্ জায়গার সহিত সম্পর্ক রাখ এবং তোমার অবস্থান কোথায়। অতীতে সারা জীবনে যে শিক্ষা সে লাভ করে নাই, উহা সে এখানে লাভ করিয়াছে। আমি মেয়েদের নিকট হইতে প্রত্যহ এইরূপ সব অদ্ভুত চিঠি পাইতেছি যে, ঐগুলি পড়িয়া আমার হৃদয় আল্লাহতায়ালার

প্রশংসা ও শোকরে পূর্ণ হইয়া যায়। তাহারা লিখিতেছে যে আমাদিগকেতো খোদাতায়ালা বাঁচাইয়া দিয়াছেন। আপনি আন্দাজ করিতে পারিবেননা যে আমাদের মধ্যে কি বিপ্লব সাধিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন মেয়ে লিখিয়াছে যে আহমদীয়াতের সহিত সম্পর্ক, ইসলামের প্রতি ভালবাসা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আল্লাহতায়ালার প্রতি ভালবাসা--এই সকল নেয়ামত আমরা দুই তিন সপ্তাহে এইরূপে লাভ করিয়াছি যে এখনতো আমরা অস্থিরতার সহিত আগামী বৎসরের প্রতিক্ষা করিতেছি। অথচ ইতিপূর্বে তরবিয়তী ক্লাশের ব্যবস্থাপকদের এই ধারণা ছিল যে, তিন সপ্তাহ খুব লম্বা সময় দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার দরুন মেয়েরা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। অতঃপর অবসাদগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহারা আল্লাহতায়ালার ফজলে এইরূপ আনন্দ ও উদ্দীপনা লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে দেখিয়া অবাক হইতে হয় যে কত শীঘ্র তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

অতএব আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন - للذين احسنوا فى هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة এই ওয়াদা আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূর্ণ হইতে দেখিতেছি। আহমদীদের নূতন বংশধরেরা সৌন্দর্যমন্ডিত হইয়া যাইতেছে। আহমদীয়া জামাতের উপর বর্ত্তমান পরীক্ষার ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকটি হৃদয়ে নূতন প্রশস্ততা সৃষ্টি হইতেছে এবং প্রত্যেকটি মস্তিষ্কে নূতন প্রশস্ততা সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু ইহা ঐ প্রশস্ততা, যাহা বাহিরের লোক তাহাদের অদূরদৃষ্টিতার দরুন দেখিতে পায় না। এই সকল বস্তু এমন যে এইগুলি কেবলমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিরাই দেখিতে পায়, অথবা এইগুলি তাহারা দেখিতে পায়, যাহাদের হৃদয়ের মধ্যে এইগুলি বহিয়া যায়। এই প্রশস্ততা ও বিস্তৃতি সম বিশ্বে সকল আহমদী লাভ করিয়াছে। বহু দূরে অবস্থিত ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাহারা বসিয়া রহিয়াছে তাহারাও লিখিতেছে যে, বর্তমান পরীক্ষায় তো আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে নূতন সাহস ও নূতন উদ্দীপনা দান করিয়াছেন এবং আহমদীয়াতের খেদমতের জন্য যে বাসনা এখন আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে ইতিপূর্বে এইরূপ বাসনা কখনো সৃষ্টি হয় নাই। আফ্রিকার জনহীন বিয়াবান জঙ্গল হইতে এবং যাহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয়, উহার অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা হইতে এইরূপ চিঠি আসিতেছে যে, তাহারা বর্ত্তমান পরীক্ষার হাওয়ালা দিয়া লিখিতেছে যে ইহা কি পরীক্ষা আসিয়াছে ?! ইহার দরুনতো আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে নূতন জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন এবং নূতন আলো দান করিয়াছেন। এখন আমরা এই ফয়সালা করিয়াছি যে, আমরা আমাদের সব কিছু খোদার পথে বিলাইয়া দিব। অন্য সব কথা ছাড়িয়া দিন। এই যে হৃদয়ের অবস্থা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা আল্লাহতায়ালা দান করিয়াছেন এবং মস্তিষ্কে যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা নিজেই খোদাতায়ালার এত আজীমুশ্‌শান একটি পুরস্কার যে يدعون ربهم خوفا وطمعا -এর ফলশ্রুতিতে খোদাতায়ালার যে ওয়াদা ছিল, উহা পূর্ণ হইতে আমরা দেখিতেছি। কিন্তু যাহারা ইহা বাহ্যিকভাবে দেখিতে চায় তাহাদের জন্য এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার সময় নাই। সংক্ষেপে আমি আপনাদিগকে এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে বলিতেছি, যাহা কেবল মাত্র বাহ্যিক চক্ষু দেখিতে পায়।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে তবলীগের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে বয়াতের গ্রাফ (চিত্র) ক্রমান্বয়ে উঁচু হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং বয়াতের এই গ্রাফ পূর্বের বৎসরগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচু হইয়াছে এবং উঁচু হইয়াই চলিয়াছে এবং প্রত্যেক মাসের রিপোর্ট পূর্বের মাসের তুলনায় অধিক 'দায়ী ইলাল্লাহ' এর সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছে। প্রত্যেক মাসের রিপোর্ট আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, খোদাতায়ালার ফজলে প্রত্যেক দেশে নূতন জামাত কায়েম হইতেছে। নূতন নূতন আহমদী গ্রাম খোদাতায়ালা আমাদিগকে দান করিতেছেন এবং ইতিপূর্বে এই সকল গ্রামে আহমদীয়াত কখনো প্রবেশ

করে নাই। যখন আমি বলি যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে তবলীগের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, তখন উহাতে পাকিস্তান সামেল থাকে। পৃথিবীর এমন কোন অংশ নাই, যাহা খোদাতায়ালার এই ফজল হইতে বঞ্চিত। ঐ সকল দেশ যেখানে পূর্বে হইতেই আমাদের মিশন কায়েম ছিল এবং যেখানে মসজিদ মওজুদ ছিল, সেখানে খোদাতায়ালা অনেক অধিক প্রশস্ত নূতন জমি দান করিতেছেন, নূতন মিশন দান করিতেছেন এবং নূতন নূতন মসজিদের জায়গাও দান করিতেছেন।

ইউরোপেই বিগত এক বৎসরের মধ্যে যে নূতন সম্প্রসারণ ও প্রশস্ততা অর্জিত হইয়াছে, উহা দেখিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন। প্রত্যেক দেশে খোদাতায়ালা নূতন জায়গার উপকরণ সৃষ্টি করিতেছেন এবং ইহা কার্যকরী রহিয়াছে। তদুপরি এবারে নূতন নূতন দেশে খোদাতায়ালা মিশন খোলার তৌফিক দান করিতেছেন। ইতিপূর্বে আমি আরও বলিয়াছি যে, নূতন নূতন দ্বীপ-গুলিতেও তবলীগের সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। ফিজির নিকটবর্তী একটি দ্বীপে আল্লাহতায়ালা তাঁহার স্বীয় ফজলে আমাদিগকে একজন মোবাল্লেগ দান করিয়াছেন। খোদাতায়ালার ফজল এইরূপ যে, এক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য সময় চাহিলেন। তাহাকে সময় দেওয়ার দুইদিন পূর্বে আমি ফিজি হইতে সংবাদ পাইলাম যে অমুক একটি দ্বীপ রহিয়াছে এবং যদি সেখানে মিশন কায়েম করা হয় তাহাহইলে ইহা খুব উত্তম কাজ হইবে। সেখানে খৃষ্টানরাও রহিয়াছে এবং অমুক অমুক ধর্মের লোকেরাও রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে মুসলমান নাই। খোদাতায়ালার ইহাও এক ফজল যে দ্বীপটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাইয়া গেলাম। অতঃপর দুইদিন পরে যখন উক্ত ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসিলেন তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, আমি আপনার নিকট হইতে পরামর্শ চাই। আমি বলিলাম, কি পরামর্শ? তিনি বলিলেন, জী, মুশ্কিল এই যে আমি অমুক দেশে চাকুরী করিতাম। উহা খুব ভাল চাকুরী ছিল। ঐ চাকুরী হইতে আমাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইউনাইটেড ন্যাশান্সে (জাতিসংঘে) আমি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়া-ছিলাম। ইউনাইটেড ন্যাশান্স আমাকে উত্তর দিয়াছে যে, আমাদের নিকট অমুক দ্বীপে চাকরী আছে এবং আর কোথাও চাকুরী নাই। আমি বলিলাম, কি পরামর্শ? ইহাতে পরামর্শ দেওয়ার মত কিছু নাই। ইহাতো খোদাতায়ালার একটি দান। আমিতো এই প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম যে খোদা যদি কোন পথ করিয়া দেন তবেই আমরা ঐ দ্বীপে পৌঁছিতে পারি। অতএব যাও এবং সেখানে যাইয়া খোদার ফজলে মোবাল্লেগ হও। বস্তুতঃ তাহার যাওয়ার সংগে সংগেই খোদাতায়ালা ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মধ্য হইতে একটি উত্তম ফল দান করিলেন। তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরা পরে তাহার সহিত ঐ দ্বীপে গিয়া মিলিত হইল এবং তাহারা উক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ক্যাথলিক খৃষ্টান হইতে যিনি আহমদী হইয়াছেন তাহার স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে তবলীগ করিল। অতঃপর তাহার সম্পূর্ণ পরিবার খোদার ফজলে আহমদী হইয়া গিয়াছে।

মরিসাসের নিকটে একটি দ্বীপ রহিয়াছে। সেখানেও খোদাতায়ালা খৃষ্টানদের মধ্য হইতে এবং ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মধ্য হইতে যাহারা নিজেদের ধর্মে খুব কঠোর, তাহাদের মধ্য হইতে এক যুবক দান করিলেন (অর্থাৎ এই যুবক আহমদীয়াত গ্রহণ করিয়াছে)। অতঃপর সাথে সাথে আরও অন্যান্য নেয়ামত নাযেল হইতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা জোরের সহিত দাবী করিতেছে যে, শীঘ্র এখানে আমাদের জন্য মিশন কায়েম করিয়া দেওয়া হউক। অতএব কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এখন সেখানে যাইবে এবং আল্লাহতায়ালা তাহাদের জন্য মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন।

ব্রাজিলে মিশন কায়েম করার জন্য আমরা দীর্ঘকাল হইতে প্রতীক্ষারত ছিলাম। দক্ষিণ আমেরিকায় আহমদীয়া জামাতের একটি মিশনও নাই। যদিও সেখানে কিছু আহমদী পৌঁছিয়া গিয়াছিল, তথাপি সেখানে মিশন কায়েম হয় নাই। বস্তুতঃ খোদার ফজলে

ব্রাজিলে প্রথম মিশন কায়েম হইয়া গিয়াছে এবং এখন আমরা সেখানে প্রশস্ত জমি তালাশ করিতেছি। ইনশা'ল্লাহ, তথায় খুবই শানদার মসজিদ ও মিশন হাউস কায়েম করা হইবে। বরং যদি আল্লাহতায়ালা তওফিক দান করেন তাহা হইলে আমাদের ইচ্ছা এইরূপ যে, সেখানে জমি প্রশস্ত হইবে যাহাতে অনেক আহমদী পরিবার তথায় বসতি স্থাপন করিতে পারে, যাহাতে উহা একটি আহমদী পল্লী হইয়া যায় এবং এই সম্ভাবনা তথায় রহিয়াছে। অতএব আল্লাহ-তায়ালার তরফ হইতে এইরূপ ফজলের বৃষ্টি হইতেছে এবং আমাদের উপর খোদা এইরূপ এহসান নাযেল করিতেছেন যে, প্রত্যেক দিন আমরা খোদার ওয়াদা পূর্ণ হইতে দেখিতেছি যে ان ارض الله واسعة (নিশ্চয়ই আল্লাহর জমীন খুব প্রশস্ত)। পৃথিবীর সাধারণ জমিতো দুই দিকে বিস্তৃত হয়। কিন্তু খোদার জমিতো ছয়দিকে বিস্তৃত হইতেছে। সর্ব দিক হইতে আমরা খোদার জমিনকে সম্প্রসারিত হইতে দেখিতেছি।

ইসলামী দেশগুলির সহিত আমাদের নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। সব চাইতে অধিক চেষ্টা করা হইয়াছিল যে ইসলামী দেশগুলির মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে কুধারণার সৃষ্টি হউক। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এই ব্যাপারে আজই আমি আপনাদিগকে একটি মহা-সুসংবাদ শুনাইতেছি। জেনেভায় Human Rights Sub-Commission (মানবাধিকার সাব কমিশন) এই বিষয়টির উপর আলোচনা করিতেছিল যে ধর্মীয় অজুহাতে আহমদীয়া জামাতকে তাহাদের নিজদিগকে মুসলমান বলার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের উপর জুলুম করা হইয়াছে এবং অনুরূপভাবে তাহাদের নিকট হইতে অন্যান্য মৌলিক ধর্মীয় অধিকার ছিনাইয়া লইয়া তাহাদের উপর জুলুম করা হইয়াছে। এই বিষয়টি সেখানে দীর্ঘ সময় হইতে বিবেচনাধীন ছিল। ইংল্যাণ্ড জামাতের কয়েকজন মোখলেস আহমদী ইহাতে অংশগ্রহণ করিতেছিলেন এবং আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমরা এই ব্যাপারে চেষ্টা করিয়াছি। যাহাহউক, গতকাল রাত্রে টেলিফোনে জেনেভা হইতে আমার নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে উহাতে ইসলামী দেশগুলি আমাদিগকে সমর্থন করিয়াছে। দুইটি দেশ, যাহাদের উপর তাহাদের নিজেদের সরকারের পক্ষ হইতে পাকিস্তানের দারুন জোরালো চাপ ছিল, তাহারা ঐ সময় উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল যাহাতে তাহাদিগকে এই ভোট দিতে না হয় যে পাকিস্তান ঠিক কথা বলিতেছে। অতএব আমাদিগকে বলুন, কোন্ কোন্ দিক রহিয়াছে যেখানে খোদা আমাদিগকে নূতন প্রশস্ততা ও সম্প্রসারণ দান করিতেছেন না? আল্লাহর ফজলে আমার সহিত ইসলামী দেশগুলির যোগাযোগ হইয়াছে এবং ঐ দেশগুলির নেতৃস্থানীয় লোকগণ ওয়াদা করিয়াছেন যে তাহারা ভ্রান্ত ধারণা (অর্থাৎ এই ভ্রান্ত ধারণা যে আহমদীরা অমুসলমান এবং ইসলামের দুশমন) দূর করার ব্যাপারে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, "প্রকৃতপক্ষে

আহমদীয়া জামাতের উপর ভয়ংকর জুলুম করা হইয়াছে। তাহারা ইসলামের প্রথম সারির একটি মোজাহেদ জামাত। কিন্তু তাহাদিগকে ইসলামের দুশমন শক্তিরূপে পেশ করা হইতেছে। ইহা খুবই অমানবিক ব্যাপার।"

অতএব সর্বক্ষেত্রে খোদাতায়ালা আমাদের জমীনকে প্রশস্ততা দান করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপ ভাষায় ইসলামী বই পুস্তক তৈয়ার করার তৌফিক আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে দান করিয়াছেন, যে সকল ভাষায় কখনো কোন ইসলামী লিটারেচার (বই-পুস্তক) ছিলনা। ইনশা'ল্লাহ, এই কাজ এখন খুব শীঘ্র ব্যাপকতা লাভ করিবে। প্রথমবারের মত খোদার ফজলে সম্পূর্ণরূপে নুতন ভাষায় এবং বড় বিস্তৃত এলাকার সহিত সম্পর্ক রাখে এইরূপ ভাষায় ইসলামী লিটারেচার তৈয়ার করা হইয়াছে। যেহেতু একই সময়ে বহু কাজ একসংগে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং ঐগুলি সমাপ্ত হওয়ার পথে রহিয়াছে, অতএব এখন ঐগুলি দেখা যায়না। কেননা লক্ষ লক্ষ ফলের চারা লাগানো হউক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফল পাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐগুলি চোখে পড়েনা। কিন্তু যখন ফল পাকিয়া যাইবে তখন হঠাৎ চতুর্দিক হইতে আপনারা এই ফলের সুগন্ধ, ইহার রঙ ও রূপ এবং ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিবেন।

প্রেসের জন্য তাহরিক করা হইয়াছিল। ইহা ছিল দেড় লক্ষ পাউণ্ডের তাহরিক এবং আল্লাহর ফজলে সোয়া দুই লক্ষ পর্য্যন্ত ওয়াদা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনও অনেক দেশের পক্ষ হইতে ওয়াদা আসিতেছে এবং আমি আশা করি যে, ইনশাল্লাহ, এই ওয়াদা সহজেই আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ পাউণ্ড পর্যান্ত গিয়া পৌঁছিবে। মূল মেশিন ও যন্ত্রপাতির জন্য দেড় লক্ষ পাউণ্ডের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহা ছাড়াও আমাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, মেশিন বসানোর জন্য, ইহার বিশেষজ্ঞদিগকে তৈয়ার করার জন্য, এবং মাসিক ব্যয়ের জন্য একটি বড় অংকের অর্থের প্রয়োজন হইবে। অতএব আল্লাহতায়ালা স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ওয়াদার যে অতিরিক্ত অর্থ থাকিবে উহা আমরা এইভাবে ব্যবহার করিব যে, উহা হইতে যে মাসিক আয় হইবে উহা ঐ প্রেসের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার জন্য, ইনশা'ল্লাহ, যথেষ্ট হইবে। অতএব, এমন কোন দিক নাই যেখানে খোদা আমাদিগকে নুতন প্রশস্ততা দান করিতেছেন না।

পূর্ব ইউরোপে খোদাতায়ালা তবলীগের নুতন রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন। নুতন নুতন জাতির মধ্যে নুতন নুতন রাস্তা খুলিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ একটি কমিউনিষ্ট দেশ হইতে একজন তাতারী প্রফেসার বয়াত করিয়াছেন এবং তিনি খুবই মোখলেস এবং উচ্চ শিক্ষিত একজন ব্যক্তি। তাঁহার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় বিষয়ে তাঁহাকে একটি সনদ মনে করা হয়।

ঘটনাক্রমে রয়াত করার পূর্বে তাঁহার উপর এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল যে বিভিন্ন ধর্মের পরিচিতির উপর তিনি একটি বই লিখিবেন। বস্তুতঃ তিনি আমাদিগকে লিখিলেন যে, 'এখন বলুন, ইসলাম কি এবং আহমদীয়াত কি? আপনারা যাহাকিছু বলিবেন উহাই লেখা হইবে।'

অবাক হইতে হয় যে কিভাবে খোদাতায়ালা তাঁহার ফজল দ্বারা এই উপকরণ সৃষ্টি করিতেছেন। তাতারী নেতার সংগে আমাদের যোগাযোগ রহিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করি যে, যদি তিনি খোদাতায়ালার ফজলে প্রকৃত মুসলমান হইয়া যান তাহা হইলে তাঁহার সমগ্র জাতি তাহার সহিত আসিয়া পড়িবে। ইহার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়া হইতে প্রথম বারের মত একজন শিক্ষা গ্রহন করার জন্য নিজেকে ওয়াকফ্ (উৎসর্গ) করিয়াছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি অনুমতি লাভ করিতে পারেন। তাঁহার তিন মাসের যে ছুটি রহিয়াছে, ঐ সময় তিনি ইনশাল্লাহ, এখানে আসিয়া অবস্থান করিবেন এবং অতঃপর নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়া ইসলামের পয়গাম পেঁাছাইবেন।

খোদাতায়ালার ফজলে হাঙ্গেরীতে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। খোদাতায়ালার ফজলে রাশিয়ার সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং একটি সূত্রেই যোগাযোগ স্থাপিত হয় নাই, বরং বেশ কিছু সূত্রে এই যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। রাশিয়ার লেলিনগ্রেড হইতেতো একটি বয়াত-পত্র সরাসরি এখানে (লণ্ডন) আসিয়াছে। এখন জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে আহমদীরা ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই কথা ইতিপূর্বে তাহারা কখনো বলে নাই। কিন্তু যেহেতু ইংল্যা-ণ্ডের সহিত তাহাদের যোগাযোগ স্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজ, অতএব তাহারা আল্লাহর ফজলে এখন এখানে আসে, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে, আমাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে এবং আমাদের নিকট হইতে নির্দেশ লাভ করিতেছে। পৃথিবীর এমন কোন অংশ নাই যেখানে খোদাতায়ালা স্বীয় ফজলে আহমদীয়াত বিস্তারের উপকরণ সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু আজ কতিপয় হতভাগ্য মৌলভী আমাদের জমীনকে সংকীর্ণ করার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের জন্য খোদার জমীনকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে কোরআন করীম এই কথা বলে যে—ইহাই তাহাদের (সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীদের) অদৃষ্ট যে তাহাদের জমীনকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে।' স্বীয় বান্দাদের জন্য খোদাতায়ালা জমীন সংকীর্ণ করিয়া দেন না। তাহাদের জন্যতো প্রশস্ততার ওয়াদাই রহিয়াছে এবং আমরা ইহা পূর্ণ হইতে দেখিতেছি। তাহাদের জন্য কি ওয়াদা রহিয়াছে? আল্লাহতায়ালা বলেন: بل متعنا هؤلاء وابآءهم حتى طال عليهم العمر - أفلا يرون انا نأتى الارض ننقصها من اطرافها افهم الغلبون ○ (সূরা আম্বিয়া: আয়াত নম্বর ৪৫)

অর্থাৎ—"আমরা তাহাদিগকে মুহলত (বিরতি) দিয়াছি এবং তাহাদিগকে পৃথিবীর নেয়ামত দান করিয়াছি এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষদের সংগেও আমরা এই আচরণই করিয়াছি। حتى طال عليهم

العمر। তাহাদের যুগ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের চুল পাকিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের যুগ লম্বা হইয়া গিয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে মোমেনেরা দেখিতেছিল যে, তাহারা পাকড়াও হইতেছে না। মোমেনেরা দেখিতেছিল যে তাহাদের যুগ দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু খোদাতায়ালা বলিতেছেন যে ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা মনে করিতেছ যে তাহাদের যুগ লম্বা হইয়া গিয়াছে, তাদের নিকট খোদাতায়ালা এইরূপ নিদর্শনাবলী প্রকাশ করিতেছেন যে তাহারা নিজেরাই তাদের জমীনকে দিনের পর দিন সংকীর্ণ হইয়া যাইতে দেখিতেছে। বলা হইয়াছে, أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون তাহারা কি জানে যে চতুর্দিক হইতে তাহারা নিজেদের চৌহদ্দীকে সংকুচিত করিয়া দিতেছে? তাহাদের জন্য তাহাদের জমীন সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। أفهم الغالبون অতএব ইহা একটি আহাম্মকীপূর্ণ কথা হইবে যে তাহারা জয়লাভ করিবে একদিকে রহিয়াছে তাহারা, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন إن أرض الله واسعة ইহা অনিবার্য্য যে আল্লাহর জমীন এবং আল্লাহওয়ালাদের জমীন সম্প্রসারিত হইবে। অন্যদিকে অস্বীকারকারীদের তকদীর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের জমীন সংকুচিত হইয়া যাইবে। ইহার চাইতে অধিক নির্বুদ্ধিতার কথা আর কি হইতে পারে?

অতএব আপনারা মোবারক হউন। আপনাদের দুঃখও মোবারক। আপনাদের আনন্দও মোবারক। আপনাদের ভীতিও মোবারক এবং আপনাদের আশা-আকাঙ্খাও মোবারক। সর্ব প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া আমরা সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার ফজলে তাঁহার নিকট হইতে নিত্য নূতন বরকত লাভ করিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বোপরি কথা এই যে, আমাদের সংগে খোদার ওয়াদা রহিয়াছে এবং আকাশ হইতে খোদা অঙ্গুলী-সংকেত করিতেছেন যে, হে আমার বান্দারা! তোমরা যাহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়াছ তোমা-দিগকে আমি বিনা হিসাবে পুরস্কৃত করিব এবং চতুর্দিকে তোমাদের জমীন বিস্তৃত হইতে থাকিবে এবং উহা নিত্য নূতন প্রশস্ততা লাভ করিতে থাকিবে। তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের দুনিয়া দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও হতাশ হইওনা যে, তাহাদের আয়ুষ্কাল কিছুটা লম্বা হইয়া গিয়াছে। কেননা খোদা বলিতেছেন যে, তাহারা উত্তমরূপেই অবগত আছে যে তাহাদের যুগ দ্রুতবেগে শেষ হইয়া যাইতেছে। দিনের পর দিন খোদার তকদীরের চৌহদ্দী তাহাদের জন্য অধিক হইতে অধিকতর সংকুচিত হইতেছে।

যে স্থলে এই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে নূতন সাহস ও শক্তি দান করে এবং আমাদিগকে নূতন প্রশান্তি দান করে, সে-স্থলে এই কথাগুলি শোকরের প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অতএব আপনারা অধিক পরিমাণে খোদাতায়ালার শোকর আদায় করুন। দিনরাত খোদার শোকর করুন। কেননা খোদাতায়ালার ইহাও ওয়াদা রহিয়াছে যে, যদি তোমরা শুকর কর তাহাহইলে আমি তোমা-দিগকে আরো অধিক উন্নতি দান করিব। ইহাও প্রশস্ততা অর্জনের একটি দিক। অতএব শোকর করিয়া দেখুন যে এই শোকরের ফলশ্রুতিতে কিভাবে আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে নিত্য নূতন প্রশস্ততা ও সম্প্রসারণ দান করেন।

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৮৫ইং)।

অনুবাদ :—**জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া**

জুমুয়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৮ই নভেম্বর '৮৫ইং. লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

'প্রত্যেক এলাকায়, প্রত্যেক জায়গায় ও প্রত্যেক মহল্লায় জামাতী নেযামের অধীনে নামায প্রতিষ্ঠার আয়োজন হওয়া উচিত।'

জগৎব্যাপী আহমদীদেরকে নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সূরা আল-হাশরের আয়াত নং ১৯ তেলাওয়াত করেন। আয়াতটি তরজমাসহ নিম্নে দেওয়া গেল :—

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد - واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ٥

—"হে মুমেনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং প্রতিটি ব্যক্তিরই এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত যে সে আগামী কালের জন্য (প্রস্তুতি হিসাবে) কি আগাম পাঠালো, তোমরা সকলেই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কর্ম-প্রয়াস সম্বন্ধে খুব ওয়াকেফহাল।"—অনুবাদক।

তারপর হুজুর বলেন যে, একদা একজন সাহাবী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! কিয়ামত কবে আসবে?"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?"

হুজুর বলেন, প্রশ্ন ছিল একটা কিছু, কিন্তু উত্তর দেওয়া হলো অন্য কিছু। বস্তুতঃ এ উত্তরটিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত হিকমাতপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত পন্থায় এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, কোন কোন সময় আগামী কালের ব্যাপারটি এতো গুরুত্ব বহণ করে না যতটা কি-না তার প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

হুজুর বলেন যে, কিয়ামত এমন কোন তামাশা নয়, যা আসলো আর দেখে নিলাম!

বরং আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যাতে এমন না হয় যে তা শীঘ্র এসে পড়ে এবং আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই এসে যায়। সুতরাং কোন কোন আহমদী যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার ও বিজয়ের দিন কবে আসবে? তখন আমার জেহেনও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঐ জওয়াবটির দিকেই চলিয়া যায় যে আমরা কতটা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি এবং তরবিয়ত ও ইসলাহের ক্ষেত্রে আমরা কতখানি উন্নতি করেছি।

বিজয়ের জন্য প্রস্তুতির আবশ্যকতা ঃ

হুজুর বলেন, সাম্প্রতিককালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিও যথেষ্ট পরিমাণ ইসলাহের কারণ হয়েছে। সুতরাং আমি যখনই কারও ইসলাহ্-প্রাপ্তির সম্বন্ধে জানিতে পাই তখনই আমি অবশ্য আনন্দ বোধ করি। কিন্তু আমি তাতে কখনই বিভ্রান্ত হয়ে এ ধারণার বশবর্তী হইনা যে আমাদের অধিকাংশই ইসলাহ্-প্রাপ্ত হয়েছেন। বস্তুতঃ তরবিয়তের ক্ষেত্রে এখনও বহু পরিমাণ শুণ্যতা রয়ে গেছে। কেননা যে মাহওল ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্য থেকে বের হয়ে মানুষ আহমদী হয় তার প্রভাবও অবশিষ্ট থেকে যায়। এছাড়া অধিকাংশ আহমদী রয়েছেন যাদের মাতা-পিতা আহমদী হয়েছিলেন অতএব, তারা বংশানুক্রমে তো আহমদীই আছেন, কিন্তু সেই তরবিয়ত লাভ করতে পারেন নাই যে তরবিয়ত তাদের বাপ-দাদারা আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে পরীক্ষা ও সংকটাবলীর ফলশ্রুতিতে লাভ করেছিলেন।

হুজুর বলেন, পাকিস্তানে এমন কয়েকটি জিলা আছে যেখানে তরবিয়তের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানকার আহমদীরাও আমার নজরে আছেন। আর তেমনি এরূপ বিজয়সুলভ এলাকাগুলিও আমার জেহেনে আছে—যেমন, আফ্রিকা ইত্যাদির কোন কোন অঞ্চল যেখানে আহমদীয়াত বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করেছে কিন্তু সেখানে তারা তরবিয়তের পূর্ণ মওকা ও সুযোগ লাভ করে উঠতে পারে নাই। অতএব, এক প্রকারের বিজয় এবং ঐশী সাহায্য ('তাঈদ-ও-নুসরত'). তো সদাসর্বক্ষণ জামাতে আহমদীয়ার সহিত বিরাজ করে এবং খোদা-তায়ালার ফজলে প্রতিটি পদক্ষেপেই জামাতে আহমদীয়া ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও বিজয়ের নিদর্শনাবলী অবলোকন করে থাকে। কিন্তু সেই বিজয় যেটাকে সাধারণ পরিভাষায় বিজয় বলা হয়—যেমন, একটা পুরা এলাকা আহমদী হয়ে গেলো, আর তারপর সেখানে শান্তি ও স্বস্তি লাভ হলো, এ ধরণের বিজয়ের জন্য বড় প্রস্তুতির প্রয়োজন।

বুনিয়াদী বিষয়—নামায প্রতিষ্ঠা ঃ

হুজুর বলেন, সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী বিষয়টি হলো নামায প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে সকল দিক দিয়েই সম্প্রসারনের উদ্ভব ঘটাতে হবে এবং এর মোকাম ও মর্যাদার দিক দিয়ে বুলন্দি ও উচ্চায়নের অধিক প্রয়োজন রয়েছে এবং এর অন্তর্নিহিত মর্ম ও বিশাল তথ্য এবং নিগূঢ় তত্ত্বাবলীতে আত্মমগ্ন হওয়ার দিক দিয়ে গভীরতারও একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

হুজুর বলেন যে পাকিস্তানের একনায়ক সরকার যখন জামাতের বিরুদ্ধে পায়তারা নিচ্ছিল, আর তারপর তাদের হীন উদ্দেশ্যাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে আরম্ভ করলো, তখনই আমি ধারাবাহিকভাবে খোৎবা পাঠ করতে আরম্ভ করেছিলাম যে, বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। সুতরাং প্রথমে জামাতকে তরবিয়তের দিকেই প্রস্তুত করেছিলাম। আর তারপর বিরূপ পরিস্থিতি ও বাধা-বিঘ্ন সম্বন্ধে জামাতকে অবহিত করতে থাকি। কেননা তরবীয়ত সম্বন্ধীয় এ বিষয়গুলি ঐশী-সাহায্য ও বিজয় লাভের জন্য একান্ত জরুরী। ঐশী সাহায্য ও বিজয়ের আশা পোষনকারীদেরকে তো সরাসরি ভাবে আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

استعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ○

(তরজমা—'সবর ও সালাতের মাধ্যমে ঐশীসাহায্য ও বিজয় কামনা কর, এবং ব্যথিত বিদগ্ধ হৃদয়বানদের ব্যতীত অন্যদের পক্ষে এটা এক কঠিন ব্যাপার' —অনুবাদক)

অর্থাৎ, 'সবর এবং সালাত ব্যতিরেকে দোওয়া সমূহ কবুল হবে না।'

সবর এবং সালাতের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

হুজুর বলেন যে, সবরের সম্পর্ক রয়েছে দুঃখ-কষ্টের সাথে এবং দুঃখ-কষ্ট থাকলে স্বভাবতঃ মানুষ সালাতের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত হয়। সেজন্য দুঃখ-কষ্ট বরণের যে মওকা ও সুযোগ আমাদের লাভ হয়েছে তা থেকে ফায়দা গ্রহণ করা উচিত।

নামায প্রতিষ্ঠার বিপ্লবজনীন তাহরীক ঃ

হুজুর (আইঃ) নামাযের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য এবং এর ক্রিয়া ও প্রভাব সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোকপাত করে বলেন যে, প্রত্যেক এলাকায়, প্রত্যেক জায়গায় ও প্রতিটি মহল্লায় জামাতী নেযামের অধীনে নামায প্রতিষ্ঠার আয়োজন হওয়া উচিত এবং যে নামায প্রতিষ্ঠা সাম্প্রতিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ হয়ে গেছে এখন এর প্রচলন ঘটাতে হবে।

হুজুর বলেন, জামাতে আহমদীয়ার পথে কুরআন করীমের আলোকে বর্তমানকালের এও একটি প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় যে শয়তান অবিরাম এ চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে যাতে সে মানুষকে ইবাদত ও যিকরে-ইলাহী থেকে বিরত রাখতে পারে। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেছেন :—ان يصدوكم عن ذكر الله—'যাতে তারা তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে বাধাদান করে' তারপরে আল্লাহতায়ালা বলেন : فهل انتم منتهون

(অর্থাৎ—"তবে তোমরা কি তাদের বাধা মেনে নিয়ে যিকরে-ইলাহী থেকে বিরত হয়ে যাবে?") এ যে আল্লাহতায়ালা গৌরব প্রকাশ করেছেন এবং আপন বান্দাদের উপর গর্ব করছেন যে শয়তানের রকমারি প্রচেষ্টা সত্বেও আমার এই বান্দারা কখনও ইবাদত ও যিকরে-ইলাহী থেকে বিরত হবার পাত্র নয়।

অতএব, পাকিস্তানে জামাতে আহমদীয়াকে আল্লাহর ইবাদত ও যিক্‌র থেকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে খোলাখুলি ও প্রকাশ্যভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে খোদাতায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর গর্ব করেছেন যে 'তোমরা কিন্তু কখনও নামায ত্যাগ করতে পারনা।'

বরং এখন জেদের বশবর্তী হয়েও তোমাদেরকে নামায পড়তে হবে এবং শুধু পাকিস্তানেই নয় বরং পৃথিবী জোড়া আহমদীদের এই জেহাদ ও প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন।

হুজুর (আইঃ) আফ্রিকার লোকদের সরল এবং রুহানিয়াত-প্রবণ স্বভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং সেখানে তরবিয়ত এবং নামায প্রতিষ্ঠার দিকে জামাতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অধ্যাবসায় ও দৃঢ়চিত্ততার প্রয়োজন ঃ

সবরের বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করে হুজুর বলেন যে এ একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং গভীর অর্থবোধক শব্দ। এ প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে সব চেয়ে বড় অসুবিধা হলো এই যে, সবর ও ধৈর্যের অনেক অভাব পরিলক্ষিত হয়। আহবাবে-জামাতেরও এবং সেলসিলার কারকুনদেরও উচিত সবর ও ধৈর্য্য, অধ্যাবাসায় ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত কাজ করে যাওয়া।

শাখা-সংগঠণ সমূহের প্রতি নির্দেশ ঃ

এরপর হুজুর (আইঃ) মজলিসে আনসারুল্লাহ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং এবং লাজনা ইমাউল্লাহকে এই কাজের কর্মসূচী প্রদান করেন এবং এ কাজটি সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত হেদায়াত ও নির্দেশাবলী প্রদান করেন।

ইবাদত-গুজার বান্দাদের জন্য বিজয় অবধারিত ঃ

হুজুর (আইঃ) বলেন, যদি এ ধারাই এবং এ পন্থায় তাঁরা কাজ আরম্ভ করেন তা'হলে নিশ্চিত আশা এই যে, ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবো, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন আমরা এ লক্ষ্যটি অর্জনে সক্ষম হবো তখন তো বিজয় একটা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয় হিসাবেই থেকে যায়।

সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে বিজয়ের যে স্বপ্ন আপনারা দেখছেন তা থেকে বড় হয়ে এ স্বপ্নটি আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের নিজ সত্ত্বায় বাস্তবায়িত হবে। আর তিনি যেন আপনাদের হেফাজত করেন সেটা তখন খোদাতায়ালার কাজ হবে। তেমনি যে দিনটি বাহ্যিকভাবে বিজয়ের দিন হয়ে থাকে সে দিনটিকেও যেন আপনাদের নিকটে নিয়ে আসেন সেটাও হবে আল্লাহতায়ালার কাজ। বদরের যুদ্ধে তাঁর রবের সমীপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ওয়াস্তাটিই তো দিয়ে ছিলেন যে, "হে খোদা, হে আমার আল্লাহ। তোমার ইবাদতকারীদের এ ক্ষুদ্র জামাতটি আমি প্রস্তুত করেছিলাম। এ জামাতটি হলো আমার সমস্ত প্রচেষ্টার ফসল। আর তুমি বল যে এটাই সমগ্র নিখিল বিশ্বজগতের ফল। যদি আজ এরা মারা যায়, তা'হলে তোমার আর কোন ইবাদতকারী কখনও সৃষ্টি হবে না।"

আপনারা এহেন শ্রেণীর ইবাদতকারী হয়ে যান। তা'হলে আল্লাহর সেই পবিত্র ও প্রিয় রসুলের দোওয়া আপনাদেরকে পৌঁছাতে থাকবে। সেই খোদার রসুল আজও ঐ রূপেই ঐ মর্যাদায় জীবিত আছেন।

হুজুর বলেন, তাঁর সেই দোওয়া আপনাদের পক্ষে খোদাতায়ালাকে এই মর্মে ওয়াস্তা প্রদান করবে ঃ

"হে খোদা! যদি এ সকল ইবাদতগুজার বান্দা ধ্বংস হয়ে যায় অথবা অকৃতকার্য হয় তাহলে আর কখনও পৃথিবীতে তোমার ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তারপর কিরূপে সম্ভব যে, আপনারা আসন্ন বিজয়-দিবসের সৌভাগ্যে ভূষিত না হন ?!'

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ৪ঠা আগষ্ট '৮৫ইং তারিখের সংখ্যা হতে অনুদিত)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

সংবাদ ঃ

পাকিস্তানে ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ
অত্যাচার এখনো থামেনি

সদ্যপ্রাপ্ত জামাতী সংবাদগুলি আপনাদের খেদমতে পেশ করে দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে ঃ

১। **নওয়াবশাহ ঃ—** (২৯-৮-৮৫)

করস্তির মাষ্টার বশির মুহাম্মদ সাহেব সংবাদ দিচ্ছেন যে, বেলা ২-৩০ মিনিটে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তার দরজায় টোকা দিলেন। মাষ্টার সাহেব বাসায় ছিলেন না, তার ছেলে বাসার বাইরে গেলে, সেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটি যার মুখমণ্ডল কাপড় দ্বারা ঢাকা ছিল, পিস্তল দিয়ে তাকে গুলি করলো। গুলি তাঁর পায়ের রানে লাগলো, তাকে নওয়াবশাহ হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। এখন তাঁর অবস্থা আশংকামুক্ত।

২। **সাংগড় ঃ**

দুইজন আহমদী যুবক (খোদ্দাম) ডিউটির উদ্দেশ্যে সাংগড় হতে পান্নু আকেল নামক স্থানে গিয়েছিলেন, সেখানে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। আল্লাহর ফজলে তারা অক্ষত আছেন।

৩। **শুক্কুর ঃ** ৯ই সেপ্টেম্বর '৮৫ : অদ্য রাত দুই ঘটিকায় শুক্কুর রেলওয়ে কলোনীতে জনাব আদেব সাহেব নামক রেলওয়ে কর্মীর বাসায় একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি কার্বাইন বন্দুক দ্বারা গুলিবর্ষণ করে। তখন ঘরের আংগিনায় তাহার স্ত্রী এবং ভাগিনা নাভিদ আহমদ ঘুমাচ্ছিলেন। তাদের হাতে এবং কানে জখম হলো। ঘাতকটি পালিয়ে যায়। নাভিদ আহমদ এখন শুক্কুর সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিরুদ্ধবাদীদের একটি মাদ্রাসা তাঁদের বাড়ীর নিকটে আছে। উক্ত মাদ্রসার নাযিম সাহেব আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে এ এলাকাতে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছেন।

৪। ১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৫-২০, জামাতে ইসলামীর মসজিদে বার বার ঘোষণা করা হলো, মির্যায়ীরা ইসলাম, পাকিস্তান এবং পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অনেক স্লোগান লিখেছে। এই সম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য জনসাধারণকে অবিলম্বে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। অতঃপর ইউনিয়ন কাউন্সিলে জামাতে ইসলামী এবং জমিয়াত গোষ্ঠির সদস্যরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, আহমদীদের মসজিদের উপর আক্রমণ করা হোক এবং মিছিল করা হোক।

সুতরাং সন্ধ্যা ৬-২০ এর সময় দুইশতেরও অধিক লোক, একটা মিছিল বের করে এবং শ্লোগান দিতে দিতে আহমদীয়া মসজিদের নিকটে গেল। সেখান থেকে কিছু লোক মসজিদের উপর চড়াও হয়ে ইট-পাটকেল ফেলা শুরু করলো। অতঃপর উক্ত মিছিলটি আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে অন্যদিকে চলে গেল।

অন্য দিকে তারা কর্তৃপক্ষের কাছে চাপ সৃষ্টি করিল, যাতে আহমদীদেরকে গ্রেফতার করা হয় : কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের রিপোর্টে জানালেন যে, আহমদীরা কোন গোল-যোগ করে নাই।

৫। (তারিখ বিহীন) একজন মহিলা রাবওয়া থেকে হুজুরকে (আইঃ) এক পত্রে জানিয়েছেন, "আমি আমার স্বামীর সাথে (রাবওয়া থেকে) সিন্ধু আসছিলাম। তাকে রোহড়ি থেকে সাখখার এর কোন একটা মামলায় গ্রেফতার করে নেয়। আমিও জেলে তিনদিন ছিলাম। পরে আল্লাহতায়ালা ফজল করলেন এবং আমি ও আমার স্বামীর বড় ভাই লতিফ আহমদকে তাঁরা ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমার স্বামী এখনও জেলে আছেন, হুজুর (আইঃ) আমি তো দোয়া করি যে, আল্লাহতায়ালা যদি আরো কোরবানী আমাদের কাছ থেকে চান, তবে তাও আমরা হাসিমুখে দিতে রাজী আছি এবং এ ধরণের কোরবানীতে আমরা আনন্দ বোধ করি যে, আল্লাহতায়ালা তাঁর বিশেষ ফজলে এ ধরণের সুযোগ আমাদের দিয়েছেন।"

৬। কোনড়ি খারপারকার (সিন্ধু) থেকে একজন আহমদী ভ্রাতা হুজুর (আইঃ) কে লিখেছেন—তিনি কলেমা মুছে ফেলার অভিযানে বাধা দানের জন্য গ্রেফতার হন এবং কিছুদিন পর ছাড়া পান। কোনড়িতে গয়ের আহমদী যুবক মিলে একটা সংঘ করে। সংঘের নাম ইয়ুথ সংঘ। এই সংঘের কাজ হলো, যে কোন অজুহাতেই হোক, আহমদীদের জব্দ করা। তাই তারা প্রতিটি আহমদীর ঘরেই দৃষ্টি রাখছিলো। তাদের সংখ্যা জনা চল্লিশের মত হবে। তারা ৮ই সেপ্টেম্বর পুলিশকে গিয়ে জানালো যে, যে সমস্ত আহমদীদেরকে কলেমা অপনোদনে বাধা দানের জন্য গ্রেফতার করে আবার ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, তারা বেশ মাথা উঁচু করে ঘুরাফেরা করছে। তাদের আবার গ্রেফতার করা হোক এবং তারা আটজন খোদ্দামের (আহমদী যুবক) একটা তালিকা দিয়ে থানাকে সুপারিশ করে যে, তাদেরকে যেন সে জেলা থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেদিনই অফিসার এই ৮জন খোদ্দামকে ডেকে এনে সেই সংঘের অভিযোগ সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং মন্তব্য করেন, "আমরা জানি যে, আহমদীরা সত্যবাদী এবং এই গুণ্ডারা আপনাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। কিন্তু যেহেতু আমরা সরকারী আদেশের আজ্ঞাবহ তাই আপনাদেরকে এখানে ডাকাতে বাধা হচ্ছি। কাজেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক যতদিন এদেশে রাষ্ট্রপ্রধান আছেন, ততদিন পর্যন্ত আপনারা সাবধানে চলাফেরা করবেন এবং কাউকে কোন ওজর-আপত্তি তোলার সুযোগও দিবেন না।"

৭। জনাব মোঃ হানিফ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া জেলা নওয়াবশাহ, হুজুর (আইঃ) কে জানিয়েছেন যে, ২২শে আগষ্ট ১৯৮৪, তার পিতা মোহতারম চৌধুরী আবদুল লতিফ সাহেব, তাহার তুলা ক্ষেতে কাজ করছিলেন, এমন সময় দুইটি গয়ের আহমদী মৌলভী তাকে মারার জন্য ঐ তুলা ক্ষেতে লুকিয়ে বন্দুকে গুলি ভরতে লাগলো। ইতিমধ্যে চৌধুরী লতিফ সাহেব তাদেরকে দেখে ফেললেন এবং তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, তারা পূর্বেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, "তুমি তো কাদিয়ানী। তোমাকে মারিয়া ফেলা ছওয়াবের কাজ।" আমরা যেহেতু শহরে বসবাস করি এবং আমার

পিতা মটর সাইকেল যোগে যাতায়াত করেন। পথে মৌলভী সাহেবদের আড্ডাখানা পড়ে। তারা আমার পিতাকে আগেই গালাগালি করেছিল। একদিন, তারা রাস্তায় কিছু ছেলেদেরকে ইটপাটকেল দিয়ে বসিয়ে দিল। আমার পিতা সেই পথ দিয়ে গেলেই তারা আমার পিতার উপর ইট পাটকেল ছুড়ে মারে। বাধ্য হয়ে পরদিন হতে আমার পিতা ঐ পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে দুই মাইল ঘুরে যাতায়াত করতে শুরু করেন। ১৪-৯-৮৫ তারিখে আমার পিতা ব্যক্তিগত কাজে বাসা হতে প্রায় ১২ মাইল দূরে কাজী আহমদ নামক জায়গাতে গেলেন। সেই জায়গা থেকে তিনি বাসে করে বাড়ী ফিরছিলেন। পথে সেই মৌলবী যিনি গুলি করে আমার পিতাকে তুলাক্ষেতে ২২শে আগষ্ট মারার চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও বাসে উঠলেন। উক্ত মৌলভী আব্বার পিছনের ছিটে বসে আব্বাকে গালি-গালাজ শুরু করল। আমার আব্বা সেই সিট থেকে উঠে সামনের দিকের সিটে গিয়ে বসলেন। তখন সেই মৌলভী বাস কনডাকটরকে বললো, "ওকে সামনের সিটে বসতে দিও না।" আরো বললো, "ঐ লোকটি কাদিয়ানী, একে কলেমা পড়তে বল। নতুবা আমি তাকে হত্যা করব। বাস কনডাকটর যখন এই কথা আমার পিতাকে বললো, তখন উত্তরে আমার পিতা তাকে বললেন যে, কলেমা তো আমরা আগেই পড়ে থাকি। এখন নুতন আর কোন্ কলেমা পড়বো? এই মৌলভীদের কলেমাতো আমরা পড়ি না। কিছুক্ষণ পর এই মৌলভী নিজেই তার সিট ছেড়ে আমার বাবাকে এসে বললো, "হে কাদিয়ানী, তুমি পড়বে"। এই বলে তার হাতের একটি বাঁশের লাঠি দিয়া আমার পিতার মাথায় আঘাত করলো। আঘাতে মাথা ফাটে নাই। তবে খুব বেশী ব্যাথা পেয়েছেন। তিনি বসেছিলেন, এবার তিনি দাঁড়ায়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সেই মৌলভী আমার পিতার গালে চপেটাঘাত করলো। তখন বাসে বসা অন্যান্য লোকেরা মৌলভীকে ধরে ফেললো এবং তাকে গালমন্দ করে বললো, 'নিজের নিজের ধর্ম সবার কাছে সত্য।', এতে মৌলভী চিৎকার করে বললো, "এই ব্যক্তি কাদিয়ানী, একে কতল করা ওয়াজিব এবং একে মারধর করা ছওয়াবের কাজ।" বাস যখন শোকরানা পৌঁছিল এবং আমার আব্বা যখন সামনের গেট দিয়ে নামতে লাগলেন, তখন সেই মৌলভী পিছনের গেটে গিয়ে দাঁড়াল, যাতে চলন্ত অবস্থায় মৌলবী আব্বার মাথায় আবার আঘাত করতে পারে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত লোকজন মৌলভীকে ধরে ফেলে এবং কয়েকদিন পূর্বে কতগুলি মৌলভী শুকরানা মসজিদের ইমাম সাহেব মোকাররম মাসুদ আহমদ সাহেবকেও মারধর করে এবং তার বুকে লাগানো কলেমা ব্যাজটি এই বলে কেড়ে নেয় যে, তুমিতো কাদিয়ানী, তোমাকে কলেমা পড়া ও লেখার অধিকার কে দিয়েছে।

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে তাঁর খাস হেফাজতে রাখুন এবং সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াসসালাম।

খাকসার—

মকবুল আহমদ খান
সেক্রেটারী, উমুরে আমা
বাঃ আঃ আঃ

পাকিস্তানের একটি দেওয়ানী আদালতের ঐতিহাসিক রায়

সিন্ধু প্রদেশের অমর কোট জিলার সিভিল জজ কর্তৃক প্রদত্ত একটি মোকদ্দমার রায় আপনাদের খেদমতে অনুবাদ করে পেশ করা হইল। মোকদ্দমাটি সরকারের পক্ষ হইতে কয়েকজন আহমদীর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হইয়াছিল।

এই রায়ে, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিচারক, পাকিস্তানের ফেডারেল শরীয়তি কোর্টের মন্তব্যের বরাত দিয়া বলিয়াছেন, পাকিস্তানে আহমদীগণের নিজেদের ধর্ম ধারণের ও ধর্ম-কর্ম বাধাহীনভাবে পালনের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

ওমরকোটের সিভিল-জজ কোর্টের রায়ের অনুবাদ, ওমর কোর্টের সিভিল জজ ও এফ সি,এম এর আদালত ফৌজদারী, মোকদ্দমা নং ৫৯, ১৯৮৫, রাষ্ট্র বনাম... ... ...পিনাল কোর্ডের ২৯৮(গ) ধারার অপরাধ, অপরাধ নং ৫০ সন ১৯৮৫, থানা—কোন্‌রী।

হুকুম

পিনাল কোডের ২৪৯(এ) ধারাবলে অভিযুক্তগণের পক্ষে এডভোকেট সাহেব দরখাস্ত করিয়াছেন যে, বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটি ভিত্তিহীন, ধর্মীয় মত বিরোধের ফলে সৃষ্ট। এই কারণে অভিযুক্তগণ খালাস পাওয়ার যোগ্য। অত্র হুকুম, উক্ত এডভোকেট সাহেবের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে দেওয়া হইল।

এডভোকেট সাহেবের দরখাস্তে তিনি বলিয়াছেন, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বাদী পক্ষের অভিযোগ সত্য, তাহা হইলেও * পি.পি.সির ২ ৮(গ) ধারায় বর্ণিত অপরাধ সমূহের মধ্যে 'কলেমা ব্যাজ' ধারণ কোনও শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়; কেননা উক্ত ধারাতে অভিযুক্তদের 'কলেমা ব্যাজ ধারণে'র অধিকারের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নাই। তিনি আরও বলেছেন যে 'কলেমার' প্রতি অভিযুক্তদের পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে এবং আইনগত ভাবে এমন কোন নিষেধাজ্ঞা নাই যে অভিযুক্তরা কলেমা পাঠ করিতে পারিবে না কিংবা 'কলেমা ব্যাজ' ধারণ করিতে পারিবেনা। এডভোকেট সাহেব আরো বলিয়াছেন যে পুলিশের বর্ণনা এবং এম, আই, আর, এ, বর্ণিত তথ্যাবলী হইতে অপরাধের কিছুই পাওয়া যায় না। অতএব অপরাধের অভিযোগ ভিত্তিহীন হওয়ার কারণে বিচারের স্বার্থে অভিযুক্তগণ নির্দোষ খালাস পাওয়ার যোগ্য।

এতদ্ব্যতীত, এডভোকেট সাহেব ফেডারেল শরীয়তকোর্টের ১৯৮৪ সনের পি.এল.ডি, ১৩৬ পৃষ্ঠার রিপোর্টকৃত 'রায় এর-ও উল্লেখ করেন। এই আবেদন পাওয়ার সাথে সাথে সেদিনই সরকার পক্ষীয় উকিলের কাছে, এই আবেদনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়।

অতঃপর সরকার পক্ষের বক্তব্য এবং অভিযুক্ত পক্ষের বক্তব্য আমি বিশদভাবে শ্রবন করি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও পক্ষদ্বয়ের বিবৃত আইন-কানুন পরীক্ষা করি। সরকারী পক্ষের বক্তব্যের বিষয়াবলী হইল এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের পরিহিত সার্টের বুকের উপর কলেমা তৈয়বার প্লাষ্টিক-ব্যাজ ধারণ করিয়াছিলেন এবং বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ তাহাদিগকে ওয়ার্দুতে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কাদিয়ানী হওয়া সত্বেও কেন ঐ কলেমা-ব্যাজ ধারণ করিয়াছেন। তাহাদিগকেতো প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশে 'কাফের' বলা হইয়াছে। অভিযুক্তগণ উত্তরে বলিলেন যে তাহারা প্রেসিডেন্টের ঐ অধ্যাদেশকে গ্রহণ করিতে পারেন না, কেননা তাহারা নিজদিগকে মুস্লিম মনে করেন। এই কারণে, সরকারী পক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে পি.পি.সির, ২৯৮ (গ) ধারা অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত করেন ও গ্রেফতার করেন। তাহাদের ব্যাজ ছিনাইয়া নেওয়া হয় এবং কোর্টে চালান দেওয়া হয়।

তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুক্তরা নিজদিগকে নিরপরাধ (Not guilty) বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং বিচার দাবী করেন। যথারীতি অভিযোগ দায়ের করার পর, অভিযুক্তদের পক্ষে এডভোকেট তাহাদিগকে নির্দোষ ঘোষণার ও খালাসের আবেদন পেশ করেন।

এই মোকদ্দমার বিচার্য বিষয় হইল ঃ

১। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে 'চার্জ' আনা হইয়াছে, উহা ভিত্তিহীন কি না অথবা আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে, অপরাধী হিসাবে তাদের শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না ?

২। অভিযুক্তগণকে নির্দোষ খালাস দেওয়া হবে, না আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে মোকদ্দমা চালাইয়া যাইতে হইবে।

পর্যালোচনার যুক্তি গ্রাহ্য বিষয়াদি হল ঃ

এই মোকদ্দমায় আমি দেখিতেছি যে, বাদী পক্ষের বক্তব্য হইল, এফ.আই.আর, এ. বর্ণিত অভিযোগমূলে অভিযুক্তগণ কাদিয়ানী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সার্টের বুকের উপরে কলেমা তৈয়বা সম্বলিত প্লাষ্টিক ব্যাজ ধারণ করিয়াছে এবং এইরূপ করাতে তাহারা মুসলিম জনমনের অনুভূতিতে আঘাত করিয়াছে এবং এইভাবে তাহারা পিপিসির, ২৯৮(গ) ধারা 'গ' উপ-ধারাটি এই—"যদি কোন কাদিয়ানী বা লাহোরী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি (যাহারা নিজদিগকে আহমদী বা অন্য নামে অভিহিত করে) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে মুস্লিম বলিয়া পরিচয় দেয়, কিংবা নিজের ধর্মকে ইসলাম বলিয়া অভিহিত করে অথবা নিজের ধর্মের প্রচার করে এবং অন্যকে তাহা গ্রহণের জন্য, মৌখিক বা লিখিত বাক্যদ্বারা অথবা দৃশ্যমান চিহ্নাবলীদ্বারা আহ্বান জানায় কিংবা যে কোন উপায়ে মুস্লিমদের মনে কষ্ট দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তিন বৎসর পর্যন্ত সময়ের জন্য যে কোনও ধরণের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে এবং এতদসঙ্গে যে কোনও পরিমাণের জরিমানাও করা যাইতে পারে।" এই 'গ' উপ-ধারা, যাহার আওতায় অপরাধের অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে পাঠ করিলেও, আমি দেখিতে পাইনা যে, অভিযুক্তরা ঐ উপধারার আওতায় অপরাধ করিয়াছে। আমি ইহাও দেখিতে পাইনা যে, অধ্যাদেশটির কোথাও কাদিয়ানীদিগকে কাফের বলা হইয়াছে। এই কথা বলা মোটেই ঠিক হইবে না যে কাদিয়ানীরা তাহাদের সার্টের বুকে 'কলেমা তৈয়বা" ধারণ করিলে মুসলমানদের মনোকষ্ট সৃষ্টি হইবে। মুসলমানদের মন ও আবেগ কি এতই ক্ষণভঙ্গুর যে কাদিয়ানীর কাছে কলেমা দেখিলেই তাহাদের মনে আঘাত লাগিবে। অধ্যাদেশটির ২৯৮ ধারার (খ) উপধারায় কাদিয়ানীদের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সরকারী বাদীপক্ষ যে "কলেমা তৈয়বা ব্যাজ" ধারণের জন্য কাদীয়ানীদেরকে অভিযুক্ত করিয়াছেন, উক্ত অধ্যাদেশের নিষিদ্ধ কার্যাবলীর মধ্যে বা অন্য কোথাও কাদিয়ানীদের দ্বারা 'কলেমা ব্যাজ' ধারণের ব্যাপারে কোনও বাধা-নিষেধের উল্লেখ নাই। ইহা বহু আলোচিত আইন যে, যে কাজ নিষিদ্ধ নয় এমন সব কিছুই সিদ্ধ। আমি এখানে একটি উদাহরণ দিতেছি। একজন কাদিয়ানী তাজ কোম্পানীর দোকানে গেলেন এবং পবিত্র কোরআন ক্রয় করিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে মুসলমানগণ দেখিলেন যে ঐ কাদিয়ানী ভদ্রলোক কোরআন মজীদ হাতে লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছে। ইহা আইনতঃ অপরাধ হইবে না, ২৯৮ ধারার (গ) উপধারা মতেও না। কারণ, একজন হিন্দুও কোরআন কিনিতে ও সঙ্গে নিয়া চলিতে পারে তা পড়বার জন্যই হউক বা জ্ঞানার্জনের জন্যই হউক। পাকিস্তানের জনগণ কিংবা যে কোন ধর্মের অনুসারীকে যদি পুলিশ এই ভাবে বিরক্ত করে, তাহা হইলে ইসলামের প্রচার ও ইসলামের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কেননা, অন্যান্য ধর্মের লোক ইসলামের পুস্তকাদি স্পর্শই করিবেনা।

আইনের মৌল-নীতি, যাহা শরীয়তও জোরে-শোরে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাহা হইল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পছন্দমত ধর্ম অনুসরণের অধিকার রাখে এবং নিজের বিবেক অনুযায়ী উপাসনা কার্যাদি সম্পন্ন করার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এই ব্যাপারে অন্য ধর্মের অনুসারীদের হস্তক্ষেপ চলিবেনা। আমিও বিবাদী পক্ষের উকিলের পেশকৃত, ফেডারেল শরীয়ত কোর্টের রিপোর্ট

পি,এল,ডি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৩৬ এর কর্তৃত্ব মানিয়া নিতেছি। ইহাতে মহামান্য বিচারক মণ্ডলী মন্তব্য করিয়াছেন যে এই অধ্যাদেশটি কোন মতেই কাদীয়ানীগণের বিশ্বাস ধারণ ও ধর্ম-কর্ম লালনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। পাকিস্তানের সংবিধান (১৯৭৩) এ তাদের এই অধিকার স্বীকৃত আছে। পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ্‌ও তাহাদিগকে এই অধিকার প্রদান করে।

মোকদ্দমার অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতে এবং উপরোক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে আমি ইহাই দেখি যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির কোনও ভিত্তি নাই। অতএব, এই মোকদ্দমা আর চলিতে দেওয়া অর্থহীন। অতএব ন্যায় বিচারের খাতিরে পিনাল কোডের ২৪৯-এ মোতাবেক অভিযুক্তগণকে নির্দোষ খালাস দিলাম। তাহারা জামিনে আছেন, তাহাদের জামিনের বণ্ড বাতিল করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল।

এই 'রায়' সকলের সম্মুখে কোর্টে প্রদত্ত হইল। আমার দস্তখত ও কোর্টের সিল-মোহরে মোহরাঙ্কিত করিয়া অদ্য ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ তারিখে রায় প্রদত্ত হইল।

স্বাঃ

(হাজি আবদুল্লাহ লাহোতী)

সিভিল জজ ও এফ, সি, এম, ওমর কোর্ট, সিন্ধু প্রদেশ।

অনুবাদ—**মকবুল আহমদ খান**

মরহুম হযরত চৌধুরী জাফরউল্লাহ্‌ খান সাহেবের একটি মূল্যবান পত্র

ওমান থেকে মুহতরম মাহমুদ মুজীব আসগর সাহেব মরহুম হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান সাহেবের একটি পত্রের অনুলিপি পাঠিয়েছিলেন যা সাপ্তাহিক উর্দু 'বদর' পত্রিকার ৪৩নং সংখ্যায় ২৪-১০-৮৫ইং কাদীয়ান থেকে প্রকাশিত হয়। জনাব আসগর সাহেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে 'জীবনে সফলতা লাভের গূঢ়-তত্ত্ব' সম্বন্ধে হযরত চৌধুরী সাহেব (রহঃ) তাঁকে পত্রটি লিখেনঃ

লণ্ডন

মোকররমী, ১০ই জুলাই, ১৯৭৭

আসলালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

আপনার ২রা জুলাইয়ের অনুগ্রহলিপিখানা পেয়ে ধন্য হলাম। জাযাকুমুল্লাহ্‌। চিকিৎসাগত করণে লিখার ব্যাপারে খাকসারকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। তাই সংক্ষেপে জবাব পেশ করছি। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আপনার কাংক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে বেশ কয়েকবার দোওয়া করার তৌফিক লাভ করেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় তা কবুল করুন। আমীন!

সফলতার চাবিকাঠি হল আপন ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধীনে ছেড়ে দেয়া। ইসলামের অর্থও ইহা-ই। আল্লাহু আকবরের মানে-ও তাই। লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্‌—এএতেও আল্লাহ এ শিক্ষাই দেন। সকল রহস্য আসলামতু লে-রাব্বিল আলামীন এর (অথাৎ জগৎসমূহের প্রভুর নিকট আত্ম-সমর্পনের) মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মৌখিক জপতপই যথেষ্ট নয়। আমলের প্রয়োজন যদ্বারা প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্‌র

সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, এমনকি এই প্রক্রিয়া যেন স্বভাবের অঙ্গ-স্বরূপ হয়ে যায়। এ অবস্থাও শুধু আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং দিয়ে থাকেন, "ইয়্যা কা না বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন" (অর্থাৎ আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমার-ই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি)—এতে সে কথাই বলা হইয়াছে"। এবাদতে—বিশেষ করে নামাযে গভীর মনোনিবেশ, বিনয় ও নম্রতা থাকতে হবে। কোরআন করীমের উপর পূর্ণরূপে এই নিয়মে আমল করতে হবে যে, এর প্রতিটি আদেশ নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ী আমল হচ্ছে কিনা—কোরআন পাঠের সময় এ বিষয়ে আত্ম-পর্যালোচনা জারী রাখতে হবে এবং তা পালনের সামর্থ লাভের জন্য মর্মবেদনা সহকারে দোয়ায় রত থাকতে হবে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম পুণ্য কর্মের সুযোগ হাত ছাড়া হতে পারবে না। এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির (স্মরণ) ও রসুলের (সাঃ) প্রতি দরুদ প্রেরণে নিয়োজিত থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র বান্দাগণের সহানুভূতি ও সেবায় অভ্যস্ত হতে হবে।

আল্লাহতায়ালা আপন করুণা ও কৃপায় আপনাদের সকলের হাফেজ ও নাসের (রক্ষক ও সহায়) হউন। আমীন! ওয়াস সালাম।

খাকসার—
জাফরুল্লাহ্‌ খান

অনুবাদ : জনাব মোল্লা ফজলুল করীম

ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পবিত্র নির্দেশ পালনার্থে ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতি বৎসর খোদ্দাম-আতফালের ধর্মীয় জ্ঞান ও তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

খোদাতা'য়ালার ফজলে এই বৎসরও ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া আগামী ৩রা জানুয়ারী ১৯৮৬ হইতে ৮ই জানুয়ারী ১৯৮৬ পর্যন্ত তৃতীয় বার্ষিক তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ এবং ৯ ও ১০ই জানুয়ারী দুইদিন ব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করিয়াছে।

সকল আতফাল এবং খোদ্দামকে উক্ত তরবিয়তি ক্লাশে অংশ গ্রহন করিয়া ফায়দা হাসিল করিবার প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অভিভাবক মহোদয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ সন্তানগণকে উক্ত দ্বীনি প্রোগ্রামে প্রেরণ করিয়া কুরআন করীমের নির্দেশ, "কু আন ফুসা কুম ওয়া আহ্‌লীকুম নারা"—পালনের দ্বারা ফায়দা লাভে সচেষ্ট হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে উভয় অনুষ্ঠানের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য দোয়ার দরখাস্ত জানাইতেছি।

ওয়াস্‌ সালাম।

খাকসার—

মোঃ নাসির উদ্দীন

সেক্রেটারী, ঢাকা বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ কমিটি, বাঃ মঃ খঃ আঃ।

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।"

('আমাদের শিক্ষা' ১৭ পৃঃ)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত ঃ

চট্টগ্রাম ঃ গত ২৬শে নভেম্বর ১৯৮৫ চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাঝে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা প্রতিপালিত হয়। এতে শতাধিক শ্রোতার মাঝে ১৫ জন নন-আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব গোলাম আহমদ খাঁন সাহেবের সভাপতিত্বে সভাটি এশার নামাজের পূর্বক্ষণে সমাপ্ত হয়। সভা শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মশিউর রহমান সাহেব। দোয়া করার পর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত "শানে ইসলাম" নজমটি পাঠ করেন জনাব বোখারুল ইসলাম বোখারী সাহেব। ইসলাম প্রচারে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)—এই বিষয়ের উপর জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা করেন জনাব কাউসার আহমদ সাহেব। মাগরীবের নামাজ পড়ার পর ঈদে মিলাদুন্নবী বাংলা নযমটি শুনান হেলালউদ্দীন সাহেব। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও বহু বিবাহের উপর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনে ইসলামের স্বরূপ ও প্রচলিত ইসলামের উপর সার-গর্ভ ভাষণ দান করেন। শেষলগ্নে "আখেরী জামানা" নজমটি পাঠ করেন জনাব তাযকির আহমদ সাহেব। অতঃপর দোয়া ও মিষ্টি বিতরনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। সভাটির সার্বক্ষণিক কার্য্য পরিচালনা করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব আল-আমিন সাহেব।

কুমিল্লা ঃ বিগত ২৬শে নভেম্বর বাদ আসর কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে সিরাতুন্নবী জলসা অত্যন্ত সাফল্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবুল ফয়েজ সাহেবের তেলাওয়াতে কোরআন পাকের মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হয়। সুরেলা কণ্ঠে ঈদে মিলাদুন্নবী নজমটি পরিবেশন করেন মোহাম্মদ বসিরুল হক। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মহান জীবনী আলোচনা করেন সর্ব জনাব আবুল ফয়েজ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম ও তানভিরুল হক। রসুলে করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ, মহানবীর স্বভাব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মহান শিক্ষা এবং উসওয়ায়ে হাসানা বিষয়-বস্তুর অত্যন্ত তত্ত্ব ও তথ্য মূলক আলোকপাত করেন সর্ব জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম, মৌলবী ইদ্রিস সাহেব এবং মুহাম্মদ আবদুল মতিন সাহেব। সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়া ও মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ ২৬শে নভেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রচেষ্টায় আনন্দ ঘন মনোরম পরিবেশে স্থানীয় মসজিদে মোবারকে সিরাতুন্নবী

(সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। এতে জহির আহমদ সাহেব কোরআন তেলাওয়াত করেন। বাংলা নজম পাঠ করেন মোবারক আহমদ ও হাফিজ আহমদ। উর্দ্দু নজম শুনান নাছির আহমদ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব সদর মোয়াল্লেম ও খন্দকার আব্দু মিয়া সাহেব। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। সকলের হৃদয় নিংড়ানো ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসারুল্লাহ, লাজনা এমাউল্লাহ, নাসেরাত ও আতফালুল আহমদীয়ার প্রায় ৫০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সকলকে মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। সন্ধ্যায় মসজিদে মোবারককে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

তারুয়া ঃ গত ৩০শে নভেম্বর আঞ্জুমানে আহমদীয়া তারুয়ার উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাঝে সিরাতুন্নবী দিবস উদযাপন করা হয়। এতে তিন শতাধিক শ্রোতার মাঝে প্রায় ৫০ জন গয়ের আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ আহমদীয়া জামাতের দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টাকে গভীর আন্তরিকতার সাথে সহজ সরল ভাষায় শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। বর্তমানে মুসলিম জাহানের হাল হকিকত দরদে দিলের সহিত বর্ণনা করে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্মসংশোধনের প্রশ্নকে এড়িয়ে না যেতে আহ্বান জানান। বক্তাগন বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের তালিম, তরবিয়ত ও তবলীগি কার্যক্রমের উল্লেখ করে বলেন তথা-কথিত আলেম সমাজ এবং পাকিস্তানী সরকার যখন নিজেদের সর্ব-শক্তি দিয়ে মুসলমানদেরকে কাফের বানাতে ব্যস্ত তখন একমাত্র আহমদীয়া জামাতই চূড়ান্ত ত্যাগ, তিতিক্ষা ও খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে "রহমাতুলীল আলামীন" রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে নিয়োজিত। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আহমদ আলী সাহেব। ঢাকা থেকে মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব যোগদান করেন। এছাড়া তারুয়া ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের কর্মকর্তা ও বক্তাগণ উপস্থিত থেকে সভাকে সর্বদিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেন।

* অনুরূপ সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া), ঘাটুরা, সুন্দরবন, বগুড়া, কটিয়াদী, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি অনেকগুলি জামাতে অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদও এসেছে সেগুলি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

'লাজনা ইমাউল্লার সভা'

গত ৩০শে নভেম্বর তারুয়া লাজনা ইমাউল্লার উদ্দেশ্যে এক তালিম ও তরবিয়তি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহমদী মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী সাহেব। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার মোল্লা পাড়ায় এবং শুক্রবার মধ্য পাড়ায় লাজনার সাপ্তাহিক তরবিয়তি সভা করা হবে।

'জিকরে খায়ের সভা'

নারায়নগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে গত ৬ই ডিসেম্বর '৮৫ তারিখে বাদ মাগরিব নারায়নগঞ্জ জামাতের প্রতিশ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম মুন্সী আবদুল খালেক সাহেবের জিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মোহতারম ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব, জনাব হেলাল উদ্দিন সাহেব। সভায় বক্তাগণ বলেন মরহুম প্রেসিডেন্ট ছিলেন নারায়ণগঞ্জ আহমদীয়াতের প্রসারের অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ের লোক। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যাশীল ছিলেন, বিভিন্ন বিপদ-আপদে তিনি ধৈর্যশীলতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তিনি বৃদ্ধ বয়সে ও জামাতের কাজ কর্মে অত্যন্ত আগ্রহী, যত্নশীল এবং পরিশ্রমী ছিলেন।

আল্লাহতায়ালা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মকাম দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের এই অপুরনীয় ক্ষতি সহ্য করার তৌফিক দান করুন।

শুভ বিবাহ

বিগত ২১-১১-৮৫ ইং তারিখে রংপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ইসাহাক মিয়া সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব আব্দুল কাইউম সাহেবের সহিত ঘাটুরা নিবাসী জনাব নূর মিয়া (দরবেশ উমর আলী সাহেবের ভাই) সাহেবের প্রথম কন্যা মোছাম্মত জরিনা বেগমের শুভ বিবাহ ১২,০০১ (বার হাজার এক) টাকা মোহরানায় সম্পন্ন হয়।

বিবাহটি সর্বোতভাবে বা-বরকত হওয়ার জন্য সকলের দোয়া প্রার্থী।

সন্তান তওল্লদ

(১) গত ১৮ই নভেম্বর রোজ সোমবার সকাল ৮টায় এস, এম, নঈমল্লাহ সাহেবের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। শিশুটি সদর মোয়াল্লেম মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেবের পৌত্রী।

(২) গত ৭ই নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে কটিয়াদী জামাতের চরমান্দালীয়া গ্রামের মৌলবী মোহাম্মদ তছলীম উদ্দিন সাহেবের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

জামাতের সকলের কাছে দোয়ার দরখাস্ত উভয় নবজাতক শিশুকে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবি করেন। এবং দ্বীন-ইসলামের খাদেম বানান।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮৫ ইং রোজ মঙ্গলবার বেলা ১১-২৫ মিনিটে সুন্দরবন জামাতের মোখলেছ ও প্রবীনতম, আহমদীও প্রাক্তন মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদিদ সুফী ছকিমুদ্দিন আহমদ সাহেব নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃতুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তাঁর রুহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দ এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য খাস ভাবে দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

সংবাদ সংকলন—আব্দুল হাদী
ন্যাশনাল মোতামাদ—১ বাঃ মঃ খোঃ আঃ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব, আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

H. Ahmed

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar